বিরল ঘটনা সংগ্রহ

Collection Of Rare Event

(বর্ধিত আকারে)

অনুবাদক ঃ শ্রীমৎ ব্রহ্মযান ভিক্ষু
সাধনা টিলা অরণ্য কুটির।

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Bijito Bhante

প্রকাশকঃ
মিসেস:সুমনা চাক্‌মা
মাধবী বার্মিজ স্টোর, সাভার।
ও
মিস:ইপা চাক্‌মা
কে.ডি.এস, অক্সিজেন, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশঃ প্রবারনা পূর্ণিমা
২৫৪৮ বুদ্ধাব্দ, ২০০৪ইং

দ্বিতীয় প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ ইং।
২৫৫০ বুদ্ধাব্দ।

কম্পোজ ও প্রুফ সংশোধনঃ
শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ স্থবির

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়ঃ
শ্রীমৎ ব্রহ্মযান ভিক্ষু

মুদ্রণে: রাফি প্রিন্টার্স, সাভার, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৭১১১৮৮৪৩৩, ০১৭১৫৯৫৪২৮৮

মূল্যঃ ৩০ টাকা।

উৎসর্গ পত্র

আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু নন্দপাল মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় প্রয়াত বুড়াভান্তে (অতুলসেন স্থবিরের) উদ্দেশ্যে এবং সমগ্র চাক্‌মা জাতির সুখ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ক্ষুদ্র বইটি উৎসর্গ করলাম।

ইতি

ব্রহ্মযান ভিক্ষু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এ জগৎ এক রহস্যময়। এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে থাকে যা মানুষের কল্পনার বাহিরে এবং ইতিহাস জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। তেমনি এই ছোট গ্রন্থখানিতে "চীন দেশে" বিভিন্ন ভাবে ঘটে যাওয়া নানা রকম অদ্ভুদ কাহিনী সংগ্রহ করে তুলে ধরেছেন আয়ুষ্মান ব্রহ্মযান ভিক্ষু। তিনি মূলত কাহিনী গুলি চয়ন করেছেন এই বৎসর তাইওয়ান থেকে পাওয়া সচিত্র ক্যালেণ্ডার থেকে এবং শ্রদ্ধেয় বনভান্তের প্রথম, দ্বিতীয় খণ্ড এবং প্রানীর প্রতি দয়া গ্রন্থ হতে। আয়ুষ্মান ব্রহ্মযান ভিক্ষু বইটির ভূমিকা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলে বইটির অর্থ উপলদ্ধি করে আমিও প্রয়োজনীয়তা বোধ করে ভূমিকা লিখতে হাত দিলাম। কারণ বর্তমান সমাজে যেভাবে পশুবলির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এই বইটি পড়লে অন্ততঃ কিছুটা হলেও হত্যাযজ্ঞ কমে আসবে বলে আমি মনে করি। আরও তার এই গ্রন্থখানি প্রচার করার উদ্দেশ্য হলো- যারা নিরীহ প্রানীকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে না তারাও যেন এরূপ শিক্ষা গ্রহণ করে জীবের প্রতি দয়া পরায়ণ হয় এবং উন্নত চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে। জীবন দানে যে জীবন ফিরে পায় এ কাহিনী গুলি তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ দেয়। সে জন্য বৌদ্ধদের উচিত আত্মীয় স্বজন যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বিপদগ্রস্থ বা যে কোন জীবিত প্রানীকে উদ্ধার করে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন চাক্‌মা বৌদ্ধরা ধর্মের নাম দিয়ে আপদ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার

আশায় নানা ধরণের পশুবলি দিয়ে রোগীকে আরো অমঙ্গলের দিকে ঠেলে দেয়।

পরিশেষে কাহিনী গুলির পরিসর ক্ষুদ্র হলেও কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ন এবং হৃদয়গ্রাহী। আমি মনে করি পাঠক-পাঠিকা এই বইটি পড়ে উৎসাহিত হবে এবং নিজের জীবনকে সৎপথে পরিচালিত করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

ইতি

দেব ধাম্মা স্থবির

দীঘিনালা বনবিহার।

আমার কথা

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ, এই যুগে মানুষ বস্তুবাদে বিশ্বাসী তাই আধ্যাত্মিক জগতে অলৌকিকত্বকে সহজে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু এমন সব ঘটনা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে স্বচক্ষে দর্শন করে যা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। পৃথিবীতে এমন কতগুলো অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে যা বিজ্ঞানীদের প্রমাণ দেয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকে না অথবা প্রমাণ করতে চাইলেও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীদের ধারণা জন্মে এই সব আজগুবি মাত্র। এমন অনেক অলৌকিক বিষয় আছে যা বিজ্ঞানের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। শুধু বস্তুবাদের বিশ্বাস নিয়ে ও বস্তুবাদের ধারণা নিয়ে এসব অলৌকিক ঘটনা গুলো মেনে নেয়া সহজ নয়। মেনে নিতে না পারলেও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া উচিত নয়। যাহোক, অলৌকিকের পক্ষ নিয়ে বিজ্ঞানের বিপক্ষে যুক্তি তর্ক প্রদর্শন করা আমার এই কাহিনী গুলো সংগ্রহের উদ্দেশ্য নয়। আমার অনুবাদিত ও সংগৃহীত কাহিনী গুলোর মধ্যে এমন গভীর সৎ উপদেশ ও সৎ শিক্ষার বিষয় নিহিত আছে যা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন উপলব্ধি যোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চ পর্যায়ে চরিত্র গঠনে সাহায্য করতে পারে বলে আমি মনে করি। ইংরেজীতে চীন দেশে ঘটে যাওয়া পাঁচটি কাহিনী পড়ে আমি খুবই অভিভূত হয়েছিলাম। তারপর পাঁচটি ছোট ছোট ঘটনা ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে লোকের জ্ঞাতার্থে আমার প্রকাশ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তাই আমি বাংলা ও ইংরেজীর অত্যন্ত সল্প জ্ঞান নিয়ে পাঁচটি

ঘটনা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। তাই আমার দুর্বল লেখনীর মধ্যে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ও ভূল থাকা অস্বাভাবিক নয়।

আমার অনুবাদের পাঁচটি কাহিনী ব্যতীত অন্যান্য ঘটনা বা কাহিনী গুলো প্রানীর প্রতি দয়া, শ্রদ্ধেয় বনভান্তের দেশনা প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড থেকে সংগ্রহ করেছি। তাই উক্ত বইয়ের লেখক ও অনুবাদকের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় দেবধাম্মা ভান্তের প্রতিও কৃতজ্ঞতা রইল। তিনি ভূমিকাটি লিখে দিয়ে বইটি প্রকাশের পথ সুগম করে দেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, শ্রদ্ধেয় সত্যলংকার ভান্তে বইটি প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রদ্ধেয় বুদ্ধ বংশ ভান্তে ও আয়ুষ্মান প্রজ্ঞালোক ভিক্ষুর প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। তারা কষ্ট স্বীকার করে সংগৃহীত কাহিনী গুলো কম্পোজ করে দেন। আর শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধাতিষ্য ভান্তেকে বইটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি ইতিবাচক সাড়া দেন। তার আর্থিক সহযোগীতায় বইটি প্রকাশ লাভ করলে বহু লোকের অশেষ মঙ্গল হবে বলে আমি মনে করি। এই মহৎ কাজের পুন্য বলে তিনি যেন নির্বান লাভে সক্ষম হন।

পরিশেষে আশা রইল যে, পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এই ছোট্ট বইটি পড়ে যদি যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হয় এবং সকল প্রানীর প্রতি ক্ষমা ও মৈত্রী পরায়ণ হয় তাহলে আমার পরিশ্রম স্বার্থক হবে।

ইতি

ব্রহ্মযান ভিক্ষু

দীঘিনালা বনবিহার

নুতন সংস্করণ সম্পর্কে কিছু কথা

চলতি নিখিল বিশ্বে মৈত্রীর প্রভাব যতই কমছে, হিংসার অনলের দাপট তত বেশী সক্রিয় হয়ে উঠছে। যে দেশে জাতি ও সমাজের মধ্যে পরস্পরের প্রতি মৈত্রী কামনা বা চর্চা নেই, সে দেশে জাতি ও সমাজের মধ্যে নিত্য বিরাজ করে অশান্তি আর হানাহানি। এই বিদ্বেষের অনল অতীব ভয়ংকর। এই অনল নিজের সুখের উৎসকে যেমন নস্যাৎ করে তেমনি অপরের সুখ-শান্তিকেও বিধ্বস্ত করে ফেলে। তাই শান্তিকামী মানুষের প্রত্যেকের প্রয়োজন মৈত্রী চর্চার মাধ্যমে কাল ভূজঙ্গের চেয়েও ভয়ঙ্কর হিংস্র-বিদ্বেষ ভাবকে উপশান্ত করা। বিচিত্র পৃথিবীতে বিচিত্র মানুষের কর্ম ও তার ফল। এই জগতের মাঝে যেমন প্রকৃতির নিয়ম বা আইন আছে, তেমনি প্রকৃতি মানুষকে এই আইন ভঙ্গের শাস্তিও দিয়ে থাকে। তাই, প্রকৃতির এই আইনগুলি পালন করা সকলের একান্ত অপরিহার্য্য।

আমি ভগীরথ পাড়া অরন্য কুঠিরে অবস্থানকালে শ্রদ্ধেয় প্রিয়ানন্দ ভান্তে আমাকে "দি লাভ অফ্ লাইফ" বইটি পড়তে দেন। উক্ত বইয়ে অতীতে বিভিন্ন সময়ে বাস্তবে ঘটে যাওয়া বিচিত্র ঘটনাবলী কাহিনী আকারে লিপিবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে প্রানীহত্যার ভয়ংকর পরিণতি ও প্রানীর জীবন রক্ষার শান্তিময় পুরস্কারের কথা উল্লেখযোগ্য।

শ্রদ্ধেয় প্রিয়ানন্দ ভান্তে "দি লাভ অফ্ লাইফ" বই থেকে কয়েকটি কাহিনী অনুবাদ করারও পরামর্শ দেন। কারণ, তিনি উপলদ্ধি করেছেন যে, এই কাহিনী গুলি প্রকাশ করতে পারলে

বহু লোকের উপকার সাধন হবে এবং ভয়ংকর পরিণতি হতে প্রত্যেকের নিজেকে রক্ষা করতে সহজ হবে। প্রথমে অনুবাদের কথা শুনে মনে মনে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমি ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় অত্যন্ত অনভিজ্ঞ এবং লেখনী শক্তিও কাঁচা।

যাহোক, মনে সাহস এনে ভগীরথ পাড়া থেকে নুনছড়ি অরন্য কুটিরে অবস্থান কালীন মোট পনেরটি কাহিনী ইংরেজী থেকে অনুবাদ করি। কিন্তু, বিশেষ কারণে পাঁচটি অনুবাদিত কাহিনী বাদ দিতে হয়েছে। বাকী দশটি কাহিনী পূর্বে আমার অনুবাদ পূর্বক প্রকাশিত বইয়ে সংযোজন করে পুনঃ প্রকাশ করা হল। পরিশেষে, শ্রদ্ধেয় প্রিয়ানন্দ ভান্তের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ন বন্দনা নিবেদন করছি। তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি কষ্ট স্বীকার করে কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন এবং এই বইটি সৃষ্ঠির মূলে নিঃসন্দেহে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। যারা শ্রদ্ধাদানপূর্বক যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে বইটি প্রকাশের পথ সুগম করেছেন তাদেরকে মৈত্রীময় আর্শীবাদ জানাচ্ছি। এই পূন্যের প্রভাবে তাদের সার্বিক কল্যান হোক ও নির্বান লাভের হেতু হোক। পরিশেষে, এই বইটি পড়ে যদি জনসমাজে কিছুটা হলেও মৈত্রীর চেতনা ও বৌদ্ধাদর্শে চলার অনুপ্রেরনা হৃদয় প্রকোষ্ঠে উদয় হয় তাহলে আমার পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে মনে করব।

ইতি

ব্রহ্মযান ভিক্ষু

সাভার বনবিহার

সূচীপত্রঃ

১। পাখিদের দ্বারা কবর- ১
২। জেনারেল মাও এবং কচ্ছপ- ২
৩। প্রকৃতির নিয়ম লংঘনের মূল্য- ৫
৪। একশত জীবন- ৬
৫। ৪৬- এর মৃত্যু- ৯
৬। নিকটের ডাক- ১১
৭। জীর্ণ মাংস কাঠির ঝোল- ১৪
৮। নিঃসন্তান ধনী লোক- ১৬
৯। তিনমাস ধরে বিলাপ ও কাতর আর্তনাদ- ১৮
১০। কিছু গরুর মাংস পরীক্ষা করুন?- ১৯
১১। পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ- ১ ২২
১২। পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ- ২ ২৩
১৩। কর্মের ফল- ২৫
১৪। যক্ষিণীর সাথে তিন বছর বসবাস- ২৬
১৫। মায়ের অভিশাপ- ৩৬
১৬। আসলে সূত্র সমূহে কি অদ্ভূত শক্তি আছে?- ৩৭
১৭। খাড়া এবড়ো-থেবড়ো পাহাড়ে ঈগল- ৪২
১৮। কৃতজ্ঞ ইঁদুর- ৪৩
১৯। হাতির দয়া- ৪৫
২০। হরিণ ও ছোট ছেলে- ৪৬
২১। নিষ্ঠুর কৃষকের নির্মম ফল- ৪৮
২২। সামি পিঁপড়ার প্রাণ বাঁচিয়েছিল- ৫০

২৩। একটি ভয়ংকর মৃত্যু- ৫২
২৪। তাবিজের সন্ধানে- ৫৩
২৫। দেবতা-যক্ষ-প্রেত- ৫৫
২৬। কচ্ছপের ধন্যবাদ- ৫৬
২৭। গুণ উপলব্ধি সম্পন্ন সাপ- ৫৭

বিরল ঘটনা সংগ্রহ- ১

পাখিদের দ্বারা কবর

একজন নিঃসঙ্গ লোক একটি ছোট্ট কুটিরে বাস করত। তাঁর নাম ছিল সান লিয়াঙ্। তিনি খুব গরীব আর অপরিচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু গরীব হলেও সে অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির এবং দয়ালু। তিনি অদ্ভুত কাজ করত। তাঁর বেতন খুবই সামান্য ছিল। যখন খাঁচার মধ্যে কোন বন্দী পাখি দেখতে পেতেন, তখন টাকা থাকলে তিনি সেগুলো কিনে জঙ্গলে মধ্যে ছেড়ে দিতেন। এভাবে তিনি অনেক প্রানীর জীবন বাঁচিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোন টাকা জমা করতে পারেননি। তাই তিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হন তখন কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। তিনি জীবন বাঁচাতে ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করেন।

একদা তাঁর বয়স যখন সত্তর বছর তখন তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়েন যে বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। সান লিয়াঙ্-এর কোন আত্মীয় কিংবা বন্ধু ছিল না। তাঁকে দেখার মত কেউ ছিল না। তাঁর প্রতিবেশীরাও তাঁর মত দরিদ্র ছিল। তাছাড়া তিনি যে মারা গেছেন তারা তা' জানতো না। যদি জানতে পারত তবুও তাঁকে কবর দেওয়ার জন্য কফিন কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত না, কারণ তাদের সেরূপ সামর্থ্য ছিল না।

সান লিয়াঙ্-এর মৃত্যুর পরদিন আকাশ ভরা পাখি দেখে প্রতিবেশীরা অতিশয় বিস্মিত হয়। পাখিদের বড় বড় ঝাঁকে আকাশ ছেয়ে গেছে। হাজার হাজার পাখি সব দিক দিয়ে সান লিয়াঙ্-এর কুটিরের দিকে আসতে থাকে। কি ঘটছে

প্রতিবেশীরা দেখতে আসে। তারা তাঁর মৃতদেহ বিছানার উপর পড়ে থাকতে দেখল। তারা মনে করেছিল পাখিরা তার হাড় থেকে মাংস তুলে নিতে এসেছে। কিন্তু, পরে তারা দেখতে পায় প্রতিটি পাখি ঠোঁটে করে একটু একটু মাটি এনে সান-এর মৃতদেহের উপর ফেলতে থাকে। তখন প্রতিবেশীরা বুঝতে পারল যে, কবর দেওয়ার মাধ্যমে পাখিরা তাদের রক্ষা কর্তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এসেছে। হাজার হাজার পাখির সমাগম ঘটেছিল। দুপুর হওয়ার পূর্বেই পাখিরা কুটিরসহ তাঁর মৃতদেহ মাটিচাপা সমাপ্ত করে প্রস্থান করেছিল।

এই ঘটনা প্রতিবেশীদের গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। তখন থেকে তারা কখনও কোন প্রানী জালে কিংবা ফাঁদে ধরত না।

* * * * * *

জেনারেল মাও এবং কচ্ছপ

প্রায় ১৬০০ বছর পূর্বে 'চিন' রাজত্বের সময়ের কথা। সেখানে 'মাও পাও' নামে একজন পণ্ডিত ও দয়ালু লোক ছিলেন। রাজকীয় পরীক্ষায় পাশ করে রাজ কর্মচারী হয়েছিলেন। একদিন তিনি পথে একজন জেলেকে একটি কচ্ছপ বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে দেখেন। 'মাও পাও' তৎক্ষনাৎ কচ্ছপটি ক্রয় করলেন। কিন্তু খাওয়ার পরিবর্তে তিনি কাছেই একটি সরোবরে (বড় পুকুরে) ছেড়ে দিয়ে কচ্ছপের জীবন বাঁচালেন।

পরবর্তীতে 'মাও পাও' একজন বড় ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেল পদে উন্নীত হলেন। তবুও যোগ্য জেনারেলরা হেরে যায়। 'মাও পাও' জেনারেলের বাহিনী সিহ্ চিলাঙ্ -এর বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে জীবন বাঁচাতে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। শত্রু পক্ষ তাদের প্রচণ্ডভাবে ধাওয়া করতে থাকে। মাও পাও যত দ্রুত সম্ভব দৌড়াতে থাকে। তিনি একটি বিরাট পুকুরে তীরে এসে পড়লেন। কিন্তু সেখানে চারিপাশে কোন নৌকা ছিল না এবং কোন সেতুও ছিল না। পানি পার হওয়ার জন্য কোন উপায় ছিল না। জেনারেল 'মাও' সাঁতার জানতেন না। তাছাড়া তিনি যুদ্ধের পোষাক পরিধান অবস্থায় ছিলেন, যা তাঁকে একেবারে পানির নীচে তলিয়ে দেবে।

তিনি পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, শত্রুপক্ষ প্রায় তাঁর উপরে এসে পড়েছে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "স্বর্গ তাকে ত্যাগ করেছে অর্থাৎ জীবনে আর সুখের আশা একেবারেই নেই এমনকি এবার জীবনও যেতে পারে।" শত্রুর হাতে ধরা দেওয়ার চেয়ে জেনারেল মাও আত্মহত্যা করাই উত্তম ভেবে প্রস্তুত হলেন। প্রায় আত্মহত্যা করার মুহূর্তে তিনি লক্ষ্য করলেন প্রকাণ্ড একটা কিছু কাছের তীরে ভেসে আসতে থাকে যেখানে তিনি নিজেকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। পুকুরের মধ্যে কি ভাসছে সে সম্পর্কে চিন্তা করার তাঁর কোন সময় ছিল না। শত্রু অতি দ্রুত নিকটে আসতে থাকে। 'মাও' মনস্থ করলেন, আমি যদি এখানে আত্মহত্যা করি শত্রুপক্ষ আমার শবদেহ আটকে রাখবে, যেটি আমার রাজ্য এবং রাজার জন্য অপমান জনক হবে। সুতরাং, পুকুরে নিজেকে নিক্ষেপ করা

আমার জন্য উত্তম হবে। তাহলে তারা আমার শব খুঁজে পাবে না, এরূপ চিন্তা করে তিনি পুকুরে লাফিয়ে পড়লেন। কিন্তু, তিনি আশ্চর্য্য হয়ে দেখতে পেলেন, তিনি যেন কোন কিছুর উপর অবতরণ করেছেন। তারপর তিনি এই তীর থেকে বরাবর অন্য তীরে চলতে থাকেন। জেনারেল 'মাও' অতিশয় আশ্চর্য্য হন। সামান্য ব্যবধানে শত্রুপক্ষ পুকুরে এসে পড়ল। তারা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে জেনারেল 'মাও'র দিকে তীর ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেলেন। তীরগুলো পানিতে পতিত হয় এবং তাঁকে আঘাত করতে ব্যর্থ হল। জেনারেল 'মাও' নীচে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে, একটি বৃহৎ কচ্ছপের পিঠে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কচ্ছপটি তাঁকে পুকুরের অন্য দিকে নিয়ে যায়। জেনারেল 'মাও' তীরে নেমে পড়লেন। কচ্ছপটি উপরিভাগে উঠে তাঁকে লক্ষ্য করে মাথা নাড়ল। তারপর পানিতে ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে দূরে চলে যায়।

তখন জেনারেল 'মাও'র স্মরণ হল, বার বছর পূর্বে তিনি এক কচ্ছপকে একটি পুকুরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কচ্ছপের জীবন রক্ষা করেছিলেন। এটি অবশ্যই সেই পুকুর। আর কচ্ছপটিও খুব সম্ভবতঃ সেই পূর্বের কচ্ছপই হবে। তাঁর প্রয়োজনের সময় কচ্ছপটি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁকে উদ্ধার করতে এসেছিল। এক জীবন রক্ষার বিনিময়ে আরেক জীবন রক্ষা হল।

* * * * * *

প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের মূল্য

১৮৩৬ সালে চীনে চিয়াংইন জেলার প্রশাসন কৃষকদের ব্যাঙ হত্যা বন্ধ করার জন্য নতুন আইন ঘোষণা করেছিলো। কারণ ব্যাঙেরা অনেক ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলে এবং ফসলকে রক্ষা করে থাকে। এজন্য লোকের খাদ্যের নিমিত্ত ব্যাঙ হত্যা করা উচিত নয়।

যখন এই আইন লেখা হয় তখন কেহ এই সম্পর্কে 'চেং আহ্-সি' কে জানাল। সে ব্যাঙ মাংস হিসেবে বাজারে বিক্রি করে জীবন ধারণ করত। সে পড়তে পারত না বলেই নতুন আইন সম্বন্ধে জানত না। যখন তার বন্ধুরা তাকে আইন সম্পর্কে বলে তখন সে তাদের কথা শুনতে পছন্দ করত না। ভাল! আমি এই নিয়ম মানছি না। কেন ভাল ব্যাঙগুলি অপচয় করা হবে? সে খুবই অশিষ্ট এবং অবাধ্য ছিল, তাই তার বন্ধুরা তার স্বভাব পরিবর্তন করার চেষ্টা ত্যাগ করল। সে অনেক ব্যাঙ হত্যা করছিল। সে ব্যাঙ বিক্রি করে প্রাপ্ত টাকা থেকে কিছু টাকা মদ খেয়ে ব্যয় করত। মাতাল হয়ে সে বলত, ব্যাঙগুলি ধরে আমার কি হচ্ছে? দেখ, আমি কি সুন্দরভাবে আছি; দেখ!

তার বন্ধুরা তাকে বলত ইহা খুব ভাল নয়, কারণ এটি আইনের বিরুদ্ধ কাজ। এ কথা শুনে 'চেং আহ্-সি' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। সে বলত, আইন দিয়ে কি হবে? অনেক লোক আইন ভঙ্গ করছে, শুধু আমি নয়। একদিন রাতে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়। ঝড়ো রাতে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরদিন সকালে যখন বৃষ্টি বন্ধ হয় গ্রামবাসীরা তখন তাকে খুঁজে পায়। সে নদীতে পতিত

হয়ে ডুবে মারা গিয়েছিল। সেটা যে কারো জনের ঘটতে পারত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে- তার মৃতদেহ খাওয়ার জন্য শত শত ব্যাঙের আগমন ঘটে। খাদ্য হিসেবে তাদের আত্মীয়দের বিক্রি করার প্রতিশোধ নিতেই সম্ভবতঃ তারা এসেছিল।

পূর্বে কেহ কখনো এরূপ ঘটতে দেখেনি। তারা বুঝতে পারল সরকারী নিয়ম লঙ্ঘন করলেও হয়তো সাময়িক ভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে কখনও নিস্তার বা রক্ষা পাওয়া যায় না। অতি শীঘ্রই হোক অথবা দেরীতে হোক তোমার ভাল কর্মের ফল তোমাকে পুরস্কৃত করবে এবং তোমার মন্দ কর্মের ফল তোমাকে শাস্তিই প্রদান করবে।

* * * * * *

একশত জীবন

আজকে কি ভাল বোধ করছ? ফান্ জানত যে, তার স্ত্রী যক্ষারোগে আক্রান্ত, যেটি সহজে আরোগ্য করা যায় না। কিন্তু সে সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে দেখাশুনা করত। তার স্ত্রী কষ্টে শ্বাস টেনে তার সংস্রবের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানায়। ফান্ তার স্ত্রীকে চিকিৎসা করার জন্য চিংকো'উ-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ডাক্তার 'চেন শিহায়িঙ' কে বলল। ডাঃ চেন তাকে মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করলেন আর ফান্'কে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, একটি মাত্র উপায় আছে তাকে আরোগ্য করার যদিও

সে সম্পূর্ণ অসুস্থ। একশত চড়ুই পাখির মাথা নিয়ে এই ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ঔষুধ তৈরী কর। তারপর তৃতীয় এবং সপ্তম দিনে চড়ুই পাখির মগজ খাওয়াবে। সেটি কৌশলে সম্পন্ন করা উচিত। আমার পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এটি একটি গোপনীয় পদ্ধতি এবং ইহা কখনও ব্যর্থ হয় না। কিন্তু মনে রাখবে একশত চড়ুই পাখি অবশ্যই নিতে হবে, একটিও কম হতে পারবে না। ফান্ তার স্ত্রীকে সাহায্য করতে উৎসাহী হয়, তাই সে দ্রুত বাইরে গিয়ে একশত চড়ুই পাখি ক্রয় করেন। সব চড়ুই পাখিগুলি একটি বড় খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখা হয়। তারা কিচির মিচির করে শোকার্ত হয়ে খাঁচার ভিতরে লাফাতে থাকে, কারণ খাঁচার মধ্যে তাদের আনন্দ করার মত পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। হয়তো বা জানতে পেরেছে তারা হত্যার স্বীকার হতে চলেছে।

মিসেস্ ফান্ জিজ্ঞাসা করল- এইসব চড়ুই পাখি দিয়ে তুমি কি করছ? আমরা তাদের ঔষুধে পরিণত করতে যাচ্ছি এবং তুমি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। তার স্বামী খুশী মনে এরূপ উত্তর দিল। সে বলল, না; তুমি সেটি করতে পারবে না। মিসেস্ ফান্ বিছানায় উঠে বসে। আমার একটি জীবন বাঁচাতে তুমি একশত জীবন নিতে পারবে না। আমার জন্য চড়ুই পাখিগুলি হত্যা করার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভাল। ফান্ কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। মিসেস্ ফান্ তার স্বামীকে বলতে থাকে তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালবাস তাহলে আমি যা' বলি তা' কর। খাঁচা খুলে দিয়ে সকল চড়ুই পাখিদের মুক্ত করে

দাও। আমি যদি মারা যায়, তাহলে আরামে মারা যেতে পারব।

সে কি করবে? গত্যান্তর না দেখে ফান্ খাঁচা ঘরের বাইরে জঙ্গলে নিয়ে একশত চড়ুই পাখিকে খাঁচামুক্ত করে ছেড়ে দিল। তারা খাঁচা মুক্ত হয়ে গাছে, ঝোপে উড়ে গিয়ে কিচির মিচির শব্দ করে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যে মিসেস্ ফান্ আরোগ্য হয়ে আবার বিছানার উপর উঠে বসে, যদিও সে কোন ঔষুধ গ্রহণ করেনি। এরূপ ভয়ানক রোগ থেকে আরোগ্য লাভের খবর শুনে তার আত্মীয় এবং বন্ধুরা এসে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে থাকে। ঔষধ ছাড়া আরোগ্য লাভ করায় সকলে খুব খুশী হয়েছিল। পরবর্তী বছরে তারা একটি সন্তান লাভ করল। সে ছেলেটি প্রানবন্ত এবং বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, প্রত্যেক বাহুতে তার জন্মের চিহ্ন ছিল এবং জন্ম চিহ্ন গুলি দেখতে ঠিক চড়ুই পাখির মত।

* * * * * *

৪৬- এর মৃত্যু

আমরা দেখেছি কিছু চীনা নাম হিসেবে পারিবারিক নম্বর ব্যবহার করে । নম্বর গুলির মধ্যে কিছু ডাকনাম, আর কিছু আসল নাম থাকে। পূর্বে আমরা এক দুর্দান্ত শুকর (শুকর হত্যাকারী) কসাইয়ের সম্পর্কে পড়েছি। নাম ছিল সুয়ান' ৪ (সম্ভবতঃ সে পরিবারের চতুর্থ সন্তান ছিল)। এখন আমরা চিও' ৪৬ নামে একজন মালী সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি।

কি? ৪৬' নম্বর পুত্র? হতে পারে; অথবা তার বাবা তার নিজের পছন্দমত নাম দিয়েছে। ৪৬' দক্ষ ও খুব যত্নশীল মালী (ফুল বাগানের মালিক, যারা ফুল বিক্রি করে জীবন ধারণ করে) ছিল। সে তেমন উচ্চ শিক্ষিত ছিল না। কিন্তু বাগান করার অভিজ্ঞতা তার প্রচুর ছিল। প্রত্যেকে তার দক্ষতাকে প্রশংসা করত। কিন্তু তার একটি সমস্যা যে, সে তেমন দয়ালু লোক ছিল না। ছাড়পোকা আর পিঁপড়াগুলি তার বাগানের ফুল চারাগুলি ক্ষতি করুক আর নাই করুক সে তাদেরকে হত্যা করে খুবই মজা পেত। কারণ, নির্দয় তো; কর্মফলে অবিশ্বাসী মিথ্যাদৃষ্টিক ছিল। একদিন সে যখন ফুল বাগানের মাঝে কাজ করছিল, তখন সে একটি পিঁপড়ার গর্ত দেখতে পায়। গর্তটি দেখতে খুব গভীর । পিঁপড়াগুলি গর্ত থেকে আসা যাওয়া করছিল। ৪৬' আপন মনে বলল, ঠিক আছে দাঁড়াও। তার পানি ফুটানোর জন্য একটি বড় পট ছিল। সে চা বানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিঁপড়ার গর্ত দেখে সে তার গতি ফিরাল। সে রান্না ঘরে দ্রুত গিয়ে একটি বালতি নিয়ে পিঁপড়ার গর্তে সব ফুটন্ত (চা

বানানোর জন্য গরম করা) পানি ঢেলে দিল। প্রায় সব পিঁপড়াই গরম জলে ঝলসে গিয়ে মৃত্যুবরণ করল। ৪৬' ইহা দেখে খুব আনন্দ পেল। সে তার জামাটি নিয়ে গান করতে করতে তার কাজে ফিরে যায়।

আজ কি সুন্দর দিন! আবহাওয়া পরিস্কার, সে সবে সম্পূর্ণ ভাবে একটি পিঁপড়ার বাসা নষ্ট করেছে। তার বাগান ভালই হয়েছে। তাই সে বাজারে বিক্রি করার জন্য অনেক তাজা শাক-সব্জী এবং ফুল পেতে যাচ্ছে। সে বিবাহ করার জন্য যথেষ্ট টাকা জমিয়ে রেখেছে। এখন তার বিবাহের সময় হয়েছে। সে ত্রিশ বছর বয়সে পা দিয়েছে। মিস্ চেং' ২ কে বউ হিসেবে নিজের ঘরে আনার জন্য এখন উপযুক্ত সময়। সে চিন্তা করল, "চেং দেখতে সুন্দর মিষ্টি চেহারা, সুন্দর নরম হাত দুটি আমি সর্বদা দেখে থাকি। আমি যদি তাকে বিয়ে করি তাহলে আমরা একগুচ্ছ ছেলেমেয়ে প্রাপ্ত হবো। সেটি খুব মজা হবে না?"

তার বাবা 'পাস'-এর ঘনিষ্ট বন্ধু। একটি পরিবার ভরণ-পোষণ করার যথেষ্ট টাকা এখন আমার আছে। তাই আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পাস'কে ঘটকালি করতে বলব। ৪৬' যতই এই বিষয়ে চিন্তা করে ততই সে সুখী হয়। সেদিন সবকিছু ভাল ছিল। কিন্তু এই সুন্দর দিনে একটি মাত্র ত্রুটি হল, তার কাঁধে এক লাল বিন্দু খোঁচ-পাঁচড়া দেখা দিল। সে ইহা আঁচড়ালে তা' আরও বৃদ্ধি পায়। সে কাজ করতে থাকে কিন্তু তার খোঁচ-পাঁচড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় তার উপরের অংশে সর্বত্র লাল

বিন্দু দেখা দেয়। এগুলি খুবই জ্বালাতন করতে থাকে। তাই সে কাজের সরঞ্জাম গুলি নামিয়ে চুলকানোর প্রতি মনযোগ দেয়।

যতই সে আঁচড়ায় ততই খোঁচ-পাঁচড়া এবং লাল বিন্দু দেখা দিতে থাকে। সে তার পিঠ গাছে ঘষতে থাকে। হাত দিয়ে বুক এবং পায়ের পাতা দিয়ে তার পা গুলি আঁচড়াতে থাকে। খোঁচ-পাঁচড়া যখন খুব বেড়ে যায় সে আঁচড়িয়ে চামড়া তুলে ফেলে। যখন চামড়া উঠে গেল তখন প্রত্যেক বিন্দু থেকে পিঁপড়া বের হতে থাকে। যখন এরূপ হল ৪৬' খোঁচ-পাঁচড়ার জ্বালায় পাগল হয়ে উঠল। এবং সে কয়েক দিন পর তীব্র যন্ত্রণা ভুগে কাতর হয়ে মারা গেল।

* * * * * *

নিকটের ডাক

ইহা অদ্ভুদ! 'ইন এনজেন' তার পরিবারকে জিজ্ঞাসা করল, কে আমার গর্দভকে উঠানের উপর হত্যা করেছে? কি? হ্যাঁ, কেউ আমার গাধা হত্যা করে চামড়াটি উঠানে রেখে গেছে। তার পরিবারের লোকেরা দেখার জন্য বাইরে বেরিয়ে এল। 'দেখ মনে হচ্ছে কেউ মাংস খেয়ে লুকিয়ে আছে। তারা সবাই খুব রাগান্বিত হল। কারণ, গাধাটি খুবই সুন্দর ছিল। এ ঘটনার এক বছর বা দুই বছর পর রাস্তায় চলার পথে ইন'-এর নিকটে কেহ এসে বলল, তোমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আত্মা সংগ্রহকারী আগামী কাল তোমাকে নিয়ে যাবে। তারপর লোকটি

বাতাসে মিলিয়ে যায়। ইন সোজা 'টিস্'উমেন' নামক মন্দিরে চলে যায়। তার কিছু ভিক্ষুর সাথে পরিচয় ছিল এবং প্রার্থনালয়ে তাদের সাথে বসে পড়ল। সেদিন বাড়িতে না ফিরে বুদ্ধকে মাটিতে কপাল রেখে প্রণাম করল এবং সূত্র আবৃত্তি করে তার সময় ব্যয় করতে থাকে।

পরদিন সকালে সে নিশ্চিত হয়ে দেখে বার জন দৈত্য হাতে কুঠার, বল্লম ও তলোয়ার নিয়ে তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। তারা মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বলতে লাগল, "যত শীঘ্রই পার বাইরে বেরিয়ে এস!" ইন তাদের অগ্রাহ্য করে সূত্র আবৃত্তি করতে থাকে। তারা বলাবলি করতে লাগল, "আমি বলিনি গতকাল তাকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এখন সে ভিতরে একটি সূত্র আবৃত্তি করছে এবং সেখানে আমরা কিছুই করতে পারব না।" ইন-এর চুল খাড়া হয়, যখন সে তাদের কথা শুনে। সে সূত্রের মধ্যে তার নাক ডুবিয়ে রাখে। দৈত্যগুলি গাদাগাদি করে অন্য আত্মা সংগ্রহ করতে চলে গেল। কিন্তু, তারা একজন দৈত্য'কে দরজায় রেখে গেল, যাতে ইনকে নিয়ে যেতে পারে যদি সে বাইরে বের হয়।

তখন পাহারায় রত দৈত্যটি বলল, দেখ! গোলযোগ ছাড়া তুমি কেন শান্তিপূর্ণ ভাবে চলে আস না? ইহা সবদিক আমাদের জন্য ভাল হবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের তোমার বিরুদ্ধে কিছুই নেই। আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য পালন করছি। সমস্যাটি হল, যে গর্দভটিকে তুমি হত্যা করেছ, সেটি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। তাই আমরা তোমাকে নিতে এসেছি। ইন বলল, তোমরা আমার পরিবারকে জিজ্ঞাসা

করতে পার। আমি মোটেই গর্দভকে হত্যা করিনি। কেউ হয়তো সেটি হত্যা করে আমার উঠানে তার চামড়াটি ফেলে রেখেছে। আমি নির্দোষ।

দৈত্য বলল, উহা বিচারককে তুমি নিজেই বলবে। ইন বলল, দেখ! আমাকে এই কাজটি করতে দাও। আমি সূত্রগুলি আবৃত্তি করব এবং আমার মৃত গাধার আত্মার জন্য অনুষ্ঠান করব। কিন্তু আমি যদি মারা যায় সেটি করতে পারব না। দৈত্য বলল, ঠিক আছে, দেখি আমি কি করতে পারি। কিন্তু, গর্দভটি যদি সেটি গ্রহণ না করে, তাহলে আমরা গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে তোমার জন্য ফিরে আসব। তাই এই ভিতরে লুকিয়ে থেকে তোমার কোন সুবিধা হবে না। আমরা যদি তোমার জন্য আগামীকাল না আসি, তাহলে এটি একটি সতর্কতা মূলক ব্যবহার মনে করবে। এই বলে পাহারাদার দৈত্যটি এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পরদিন ইন খুব সজাগ ছিল সারাদিন ধরে। কিন্তু দৈত্যটি আর দেখা দেয়নি। ইন মৃত গাধার উদ্দেশ্যে সূত্র আবৃত্তি করে এবং তার দুঃখ মুক্তির জন্য অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। এর চেয়ে উত্তম বিষয় হল, ইন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করল। সে শিক্ষা লাভ করল যে, সকল প্রানী তাদের জীবনকে ভালবাসে। তখন থেকে সে এবং তার পুরো পরিবারের সদস্যরা কখনও আর কোন মাংস খায়নি।

* * * * * *

জীর্ণ মাংস কাঠির ঝোল

চেকিয়াঙ-এর মধ্যে সিয়াও চেন নামে একজন বালক বাস করত। একদিন রাতের বেলা একজন দেবতা সোনালী পোষাক পরে স্বপ্নের মধ্যে উপস্থিত হয়ে তাকে বলল, "পুত্র! তুমি আর মাত্র ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবে।" সিয়াও চেন জেগে উঠে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে খুব দুঃখিত হয়, কারণ সে অল্প বয়সে মারা যাবে।

সিয়াও চেন- এর বাবা একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তিনি খুব সৎ ছিলেন, তাই তাঁর পদোন্নতি ঘটে এবং সিজেচুয়ান প্রদেশে তাঁকে পাঠানো হয়। সিয়াও চেন বাড়ি ত্যাগ করতে চায়নি, কারণ সে জানত সে বেশীদিন বাঁচবে না। তার বাবা তার স্বপ্ন সম্পর্কে জানতেন না, তাই তিনি তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করলেন।

পরদিন তার পিতা নতুন পদ প্রাপ্ত হন। সেখানের কর্মচারীরা তাঁকে স্বাগতম জানানোর জন্য একটি ভোজ সভার আয়োজন করেছিলো। সিয়াও চেন'ও সেখানে আমন্ত্রিত হয়। সিজেচুয়ান- এর মধ্যে বিশেষ দলের জন্য তিনটি গতিপথের পর মূল খাদ্য জীর্ণ মাংস কাঠির ঝোল তৈরী করা হয়। এই জীর্ণ মাংস কাঠির ঝোল তৈরী করার পদ্ধতি খুবই নির্দয় ছিল। তারা একটি লোহার দন্ড যতক্ষণ পর্য্যন্ত লাল না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গরম করে। তারপর দন্ডটি একটি গাভীর স্তনের বাঁটে এক ধাক্কায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। স্তনের দুধ কাঠিতে লেগে থাকে।

তখন তারা কাঠিটি টেনে বের করত। অনেকে ইহা সুস্বাদু মনে করত।

চেন যখন দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল তখন সে হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকে যায়। সে খুঁটিতে একটি গাভী বাঁধা অবস্থায় দেখতে পায় এবং একটি লোহার কাঠি গরম কয়লার ওপর ঝলসাতে দেখল। সে পাচককে জিজ্ঞাসা করল, সেখানে কি করা হচ্ছে? তারা যে কাজটি করতে যাচ্ছে পাচক তাকে বুঝিয়ে বলল। তা শুনে চেন তার বাবার কাছে দৌড়ে গিয়ে সেটি বন্ধ করার জন্য তার বাবাকে মিনতি করল। সে বলল, তারা সুখাদ্য বানাতে একটি গরম মাংসের কাঠি একটি গাভীর স্তনে ঢুকাতে যাচ্ছে। কিন্তু, পিতা চিন্তা করে দেখুন, গাভীটি কি পরিমাণ যন্ত্রণা ভোগ করবে? "প্লিজ বাবা, তাদের এই কাজটি বন্ধ করতে বলুন! এরূপ ভয়ানক খাদ্য তাদের তৈরী করতে দিবেন না।" তার পিতা একজন খুব দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের তালিকা পরিবর্তন করে গাভীটিকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

কয়েক রাত্রি গত হবার পর সোনালী বর্ম পরে স্বপ্নের মধ্যে সেই দেবতা চেন-এর কাছে আবার উপস্থিত হয়। দেবতা বলল, "চেন! এতক্ষণে তুমি একটি সুন্দর কাজ করেছ। তুমি আর অল্প বয়সে মারা যাবে না এবং তুমি আরও এতই সাফল্য লাভ করবে যে, একদিন তুমি সমগ্র চীনের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কর্মচারী হবে। এর কারণ হচ্ছে- তোমার হৃদয় অত্যন্ত দয়ালু।" সিয়াও চেন পরে শ্রেষ্ঠ রাজকীয় পদ লাভ করেন এবং নব্বই বছরের চেয়েও বেশী জীবিত ছিলেন।

নিঃসন্তান ধনী লোক

১২৭৯-১৩৬৮ উয়ান রাজত্বের সময় যখন মোঙ্গলরা চেঙ্গিস খানের সময় চীন জয় করেন, তখন সেখানে একজন ধনী লোক ছিল। যার প্রচুর ধন-সম্পদ, টাকা ছিল। কিন্তু, তার কোন সন্তান ছিল না। ধনী লোকটি এ বিষয় চিন্তা করে সর্বদা ভগ্নোৎসাহ হয়ে থাকতেন। কোন সন্তান ছাড়া শুধু এই টাকায় কি হবে? একজন বন্ধু তাকে পরামর্শ দেয়, তুমি কেন মন্দিরে গিয়ে ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা কর না? সে অতীত এবং বর্তমান জানতে পারে। যদি কেহ তোমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে সেই সক্ষম হবে। এ কথা শুনে সেই ধনী লোকটি তার স্ত্রীসহ মন্দিরে যায়। তারা বুদ্ধকে প্রণাম করল। তারা ভিক্ষুকে দেখে হাঁটু গেঁড়ে বসে ঘরের মেঝেতে কপাল স্পর্শ করে প্রণাম জানাল এবং বলল, "ভদন্ত! আমরা প্রার্থনা করছি, অনুগ্রহ পূর্বক একটু বলুন আমাদের কি হয়েছে? আমরা একটি সন্তান চায়, কিন্তু আমরা পাইনি। অতঃপর ভিক্ষু তার ধ্যানশক্তি ব্যবহার করে তাদের অতীত এবং ভবিষ্যত পর্য্যবেক্ষণ করে ধনী ব্যক্তিকে বললেন- তুমি অতীত জীবনের প্রানীহত্যার বৃহৎ ঋনের বোঝা বহণ করছ। তুমি পূর্ব জন্মে প্রানীদিগের সন্ত ানদের হত্যা করেছিলে, তাই তুমি ব্যক্তিগত ভাবে কোন সন্তান লাভ করতে পারছ না। এই ঋণের বোঝা খুবই ভারী, ইহা সহজে পরিশোধ করা যাবে না। তোমাকে দুঃখিত হয়ে অনুশোচনা করতে হবে। তুমি যদি আট লক্ষ প্রানীর জীবন রক্ষা করতে পার তাহলে ঋণের বোঝা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে

অর্থাৎ কমে যাবে। ইহাই তোমার ভাগ্য পরিবর্তন করার এবং সন্তান প্রাপ্ত হবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এ কথা শুনে সেই ধনী লোকটি গভীর ভাবে প্রভাবিত হলেন। সে মন্দিরের পবিত্র জায়গায় গিয়ে বুদ্ধের সম্মুখে কখনও আর প্রানীহত্যা করবেন না বলে শপথ গ্রহণ করেন। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়ে প্রানীর জীবন রক্ষার্থে কাজে নেমে পড়লেন এবং তাদের অনেক অর্থ এই কাজে ব্যয় করতে থাকেন। তারা বাজার থেকে শুকর, হাঁস, মুরগী, বিভিন্ন পশু-পাখি কিনে মন্দিরের কাছে সংরক্ষিত এলাকায় প্রানীদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দেয়। তারা কাঁকড়া, মাছ এবং বানমাছ কিনে তাদের নদীর মধ্যে ছেড়ে দিতে থাকে। তারা খুবই ধার্মিক ছিল এবং ঘন ঘন মন্দিরে গিয়ে তাদের ভূল স্বীকার করে অনুশোচনা করতে থাকেন। তারা এভাবে কয়েক বছর অতিক্রম করলেন। দীর্ঘদিন পর আট লক্ষ প্রানীর জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তারা একটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর পুত্র লাভ করেন। শিশুটি খুবই বুদ্ধিমান ছিল এবং সে যখন বড় হয় প্রথম বারে সে সহজে রাজকীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

* * * * * *

তিনমাস ধরে বিলাপ ও কাতর আর্তনাদ

ছোট প্রদীপটি ঠাণ্ডা হাওয়ায় মিটমিট করে জ্বলছিল। কিছু চীনা মনে করে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সময় কুকুরের মাংস শরীরকে উষ্ণ করে তুলে। যখন অস্বস্তিকর ঠাণ্ডার দিন চলতে থাকে তখন কুকুরের মাংসের রেস্টুরেন্টে কোন আসন খালি ছিল না। বাতাস কুকুরের মাংসের গন্ধে এবং লোকের কর্কশ কণ্ঠে পূর্ণ ছিল।

রেস্টুরেন্টের পিছনে টিসাও শেংউয়ান অন্য একটি মৃত কুকুর সিদ্ধ করতে বড় কেটলিতে রাখছিল। সে দীর্ঘদিন ধরে কুকুরের কসাই (যারা কুকুর হত্যা করে) ছিল এবং অবশেষে নিজস্ব রেস্টুরেন্ট চালু করে। একজন সাহায্যকারী ভাড়া করতে ব্যবসা অনুকুলে ছিল। তার সাহায্যকারী তাকে বলছে "ভাই টিসাও! এটি সত্যিই মাংসে পূর্ণ। টিসাও শেংউয়ান মুখ টিপে হাসে। তুমি এটি বল! এই মোটা কুকুরটি আমাদের জন্য অনেক টাকা দিতে যাচ্ছে। সিদ্ধ পানিতে কুকুরটি যখন গরম হয়ে উঠে তখন তারা ছুরি নিয়ে প্রস্তুত হল। এমন সময় হঠাৎ কুকুরটি কেটলি থেকে লাফ দেয়। কুকুরটিকে আকাশ থেকে ঠিক টিসাও'র দিকে উড়ে আসার মত মনে হয়েছিল। কুকুরটি তাকে ছোঁ মেরে গলার মধ্যে কামড়াতে শুরু করে। টিসাও সাহায্যের জন্য আর্ত চিৎকার করতে থাকে।

রেস্টুরেন্টের মধ্যে যে সব লোক ছিল তারা সবাই ব্যাপারটি দেখতে আসে। তারা দেখল কুকুরটি টিসাও-এর গলায় কামড়াচ্ছে। তার ক্ষত থেকে রক্ত ছিটকে পড়ছে। কি

ভয়ানক দৃশ্য! সে উঠার পর কুকুরটি তাকে ছেড়ে দেয়। টিসাও তার ক্ষত চিকিৎসা করার জন্য অনেক ডাক্তারের নিকট গেল, কিন্তু কি ধরণের ঔষুধ তারা ক্ষতের মধ্যে লাগাবে ভেবে পাচ্ছিল না। ইহা কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পঁচতে থাকে। ক্ষতটি তাকে এতই বেদনা দিচ্ছিল যে, দিন-রাত সে বিলাপ এবং আর্তনাদ করতে থাকে। দীর্ঘ তিন মাস যন্ত্রণা ভূগার পর টিসাও অবশেষে মৃত্যুবরণ করে। সেই এলাকার মধ্যে যারা কুকুরের মাংস পছন্দ করত এ ঘটনার পর তারা সকলে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিল। তারা উপলদ্ধি করল যে, যে কোন প্রানীর মাংস প্রচুর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সম্মুখে হাজির হয় অর্থাৎ যে সব প্রানীদের হত্যা করে মাংস তৈরী করা হয় সে সব প্রানীগণ ভীষণ যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে নিজের মাংস দিতে বাধ্য হয়।

* * * *

কিছু গরুর মাংস পরীক্ষা করুন?

১৮২০ সালের ১০ই এপ্রিল, দুপুর বেলা। সূর্য কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। হঠাৎ মেঘ ভেঙ্গে গিয়ে আকাশ থেকে নীচে বৃষ্টি নামতে থাকে। বজ্র বিদ্যুতে আকাশ পূর্ণ ছিল। পথচারীগণ আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাহাদের মধ্যে একজন চিৎকার দিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ে। সে বজ্র বিদ্যুত দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। পুড়ে গিয়ে তবুও সে বেঁচে আছে। ঝলসানো মাংসের গন্ধ বাতাসে ভরে যায়। সে যন্ত্রনায়

কাতর হয়। তার সারা দেহ ঝাঁকুনি দিতে থাকে এবং তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

কয়েক মুহূর্তে ঝলসানো মাংসে পোকা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। লোকটি চোখ খুলে তার আহত ক্ষতের দিকে তাকায়। তার মাংস ফালি ফালি হয়ে ঝুলে আছে। সে এক টুকরা মাংস টেনে নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিল। দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে হতবাক হল। তার প্রতিবেশীরা তাকে নিজ মাংস খাওয়া রোধ করতে চেষ্টা করে। তারা বলল, ফান্ টেংশান! তুমি কি করছ তুমি কি নিজেই জান না? সেরূপ করিও না; তোমার মাংস খেয়ো না। ফান্ টেংশান তাদেরকে বলল, "মাংস; সুস্বাদু গরুর মাংস! সুস্বাদু গরুর মাংস কিছু পরীক্ষা করে দেখুন!" এই অবস্থায় অনেক দর্শক আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অনেকে দূরে সরে যায়। কিছু শক্ত লোক তার পরিবারকে ডেকে তাকে বাড়ীতে নিয়ে যায়। তবুও তার মৃত্যু হয়নি। এভাবে নিজ মাংস খেয়ে খেয়ে সে কয়েক মাস পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। যে সময় সে মারা যায়, তখন তার দেহে হাড়ের সাথে সামান্য মাত্র মাংস ছিল।

একজন প্রতিবেশীর ছোট্ট মেয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি জানতাম মি. ফ্যান খুবই নীচ ছিল এবং প্রত্যেকের সাথে ঝগড়া করত। সে লোকের সাথে সর্বদা মারামারি করত। কিন্তু সে কেন ভয়ানক ভাবে মারা যায়? তার মা তাকে বর্ণনা করে বলল, 'ফান্ টেংশান' টাওশি'র মধ্যে একজন বিখ্যাত কসাই ছিল, কারণ সে গরুর মাংস খেতে বেশী পছন্দ করত। সে তার কসাইখানায় বসে গরুর মাংস খেতে খেতে

খরিদ্দারদের বলত, সুস্বাদু গরুর মাংস, কিছু পরীক্ষা করন! ছোট্ট মেয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, সে খুবই ধনী লোক ছিল তাই না? মা বলল, হ্যাঁ সে খুবই ধনী ছিল। সে বড়াই করে বলত, সে অনেক অনেক টাকা করবে। সে বলত কখনো সে গরীব হবে না যতক্ষণ হত্যা করার জন্য গরু আছে।

ছোট্ট মেয়ে বলল, সে তার টাকা-পয়সা নিজের জন্য কি ভাল করতে পেরেছে? তার মা বলল, সে যদি দয়ালু হত তাহলে তার এরূপ দশা হত না। মেয়েটি বলল, এজন্য আমরা কখনো মাংস খাই না; তাই না মা? মা বলল, হ্যাঁ। কারণ আমাদের মধ্যে এরূপ ঘটুক আমি নিশ্চয় চাই না। এজন্য আমি কোন প্রানীর ক্ষতি করি না আর করতেও চাই না। ক্ষতি করার বা হত্যার পথ পরিহার করার সেটি উত্তম উপায় অর্থাৎ মাংস না খেলে হত্যা বা ক্ষতি করার প্রবনতা বা কারণ আংশিক কমে যায়।

* * * * * *

পূর্বজন্ম স্মরণ–১

বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক ও পত্রিকা ছাড়াও ইদানীং বিভিন্ন দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকায় জাতিস্মর জ্ঞান লাভীর সঠিক বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত দৈনিক বাংলার বানী ও মাসিক রহস্য পত্রিকার মধ্যে এগুলি পরিলক্ষিত হয়। গত ৪ঠা অক্টোবর ১৯৮৯ ইংরেজী বুধবার দৈনিক বাংলার বানীতে এক চাঞ্চল্যকর পুনঃজন্ম সম্বন্ধে ঘটনা ছাপিয়েছে। আপনাদের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্তাকারে এর বিবরণ দিচ্ছি।

ঘটনাটি ঘটেছে ভারতে। কানপুরের শুকদেব রায় সিন্‌হা শিক্ষাদপ্তরে চাকুরী করতেন। বর্তমানে তিনি অবসর প্রাপ্ত। তাঁর মেয়ে সুধা রায় সিন্‌হাকে কলেজে পড়া অবস্থায় জনৈক ডাক্তার বিনয়জীর সাথে বিবাহ দেন। তাঁর স্বামী হাসপাতালে জনৈক সেবিকার প্ররোচনায় সুধাকে কৌশলে খুন করেন। সে খুনের ঘটনা প্রমাণিত হয়ে ডাক্তার বিনয়জীর দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়। সুধার মৃত্যুর পর সে প্রদেশের উল্লহ জেলার বেথার গ্রামের ইন্দ্র বাহাদুর সিংহের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর বয়স যখন মাত্র তিন বৎসর তখন সে আবোল-তাবোল কথা বলতে থাকে।সকলে মনে করছে তাঁর হয়তো মাথা খারাপ হয়েছে। কেউ কেউ তাঁর কথা শুনার জন্য বাড়িতে ভিড় জমায়। পরিশেষে সেখানকার বিশিষ্ট সাংবাদিক বাবু চন্দ মৌর্য শুক্লা রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি সুধার সাক্ষাৎকার নিয়ে তার পূর্বজন্মের বাবার ঠিকানায় যান। দেখা গেল সুধার কথার সঙ্গে ঘটনাগুলো হবহু মিলে যায়। বর্তমানে সে তিন বৎসরের শিশু। তার নাম মিনু। উক্ত

সাংবাদিক মিনু ও তার বাবাসহ কানপুরের মন্দিরের পাশে শুকদেব সিন্‌হার বাড়িতে যান। মাত্র তিন বৎসরের মিনু একুশ বৎসর বয়সের সুধার মত কথাবার্তা ও কার্যকলাপ দেখে হাজার হাজার লোক খুবই বিস্মিত হয়। বিয়ের রাতে সুধার ফটো এবং অন্যান্য ফটো বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে। দৈনিক বাংলার বাণীতে বিয়ের রাতে সুধার ফটো প্রচার করা হয়।

* * * * * *

পূর্বজন্ম স্মরণ–২

এ ঘটনাটি ছাপিয়েছে দৈনিক বাংলার বাণী ১৬ই শ্রাবণ ১৩৯৭ বাংলা বুধবার। ১৯৬৮ সালের ২২শে জুলাই উত্তর প্রদেশের বলরামপুর জেলার শিবপুর গ্রামে পান্নালাল স্বর্নকারের পত্নী শ্রীমতি তারামতির এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারামতি ও তার স্বামী খুবই ধার্মিক। তারা শিশুর নাম রাখলেন পুন্ডরীক। তাদের বিয়ের কুড়ি বছর পর পুন্ডরীক জন্ম হয়। তার বয়স যখন তিন বছর তখন সে অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করে।

অবশেষে দেখা গেল সে পাঁচ বৎসরের শিশু পুন্ডরীক বলরামপুর মহারাজার সিংহাসনে বসে ভারতবাসী তথা সারা পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছে। পুন্ডরীক পূর্বজন্মে বলরামপুর মহারাজা পাতেশ্বরী প্রসাদ সিংহ ছিলেন। তা প্রকাশ করলেন মহারানী রাজলক্ষী দেবী ও রাজপুত্রগণ। তারা এ ঘটনার সত্যতা নিয়ে অনেক প্রমাণ পেয়েছেন।

বিরল ঘটনা সংগ্রহ- ২৪

একদিন গোন্ডার প্রখ্যাত চিকিৎসক অবসর প্রাপ্ত সার্জন উমানাথ দূরে পুন্ডরীককে নিজের বাড়িতে ডেকে আনলেন। কথা বার্তায় তিনি পুন্ডরীককে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা! বল তো গত জন্মে তোমাকে মায়ের চেয়ে কে বেশী ভালবাসতেন? বল তো গিরগিরিটাই বাঁধ কে তৈরী করে দিলো? পুন্ডরীক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় আমার মামা গিরিধারামি আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। স্থানীয় গিরগিরিটাই বাঁধ আমি নিজে তৈরী করেছিলাম। চারশত হাতি দিয়ে কাজ করানো হয়েছিল। হাতিগুলি সরকার সরবরাহ করেছিল।

মৃত্যুর পর আবার জন্ম নিতে পারে কিনা বিস্তর বিতর্ক হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে এসব জন্মান্তরের ধারণা অন্ধবিশ্বাস কিংবা কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ঘটনার ব্যাপারে পত্রিকায় অনেকগুলি ছবি ছাপানো হয়েছে। বাংলার বাণীতে তিনটি ছবি ছাপানো হয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু ঘটনাবলী থাকা সত্ত্বেও আপাততঃ এই দু'টি জন্মান্তরবাদের উদাহরণ দিয়ে শেষ করলাম।

* * * * * *

কর্মের ফল

বৌদ্ধ ইতিহাসে দেখা যায় ভগবান বুদ্ধের বিরুদ্ধ আচরণকারীদের প্রমাণ অন্য রকম। যেমন দেবদত্ত, অজাতশত্রু, চিঞ্চা নামে বেশ্যা রমণী ও কোকালিক ভিক্ষু প্রভৃতি। তারা ভগবান বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের বিরুদ্ধাচরণ করে অবীচি নরকে পতিত হয়েছেন। সে ব্যাপারে সম্যক সম্বুদ্ধ বলেছেন– যে যেমন কর্ম করবে সে সেইরূপ কর্মফল ভোগ করবে। তাদেরকে কেউ শাস্তি দেয়নি, বরঞ্চ তাদের কর্ম তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছে।

গত বছর বর্ষাকালে শুনতে পেলাম, সাপছড়িতে নাকি সেরূপ এক বিরল ঘটনা ঘটেছে। আপনারা বোধ হয় জানেন সাপছড়িতে পাহাড়ের চুড়ায় একটি শাখা বনবিহার স্থাপিত হয়েছে। সেখানে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের চারজন শিষ্য ধ্যান অনুশীলন করত। তারা প্রত্যহ পাহাড়ের অদূরে পাড়ায় পাড়ায় পালাক্রমে পিণ্ডচারণে যেতেন। তন্মধ্যে এক পাড়ায় একজন দুষ্ট লোক আছে। সে সব সময় মদ পান করে মাতালামী করত এবং অন্যদের প্রতিও সদ্‌ভাবাপন্ন ছিল না। শ্রদ্ধেয় বনভান্তের শিষ্যরা যখন সে পাড়ায় যেতেন তখন সে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলত "কুকুরগুলি এসেছে"। এতে উক্ত পাড়ার লোকেরা তার প্রতি ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করত। সে ব্যক্তিকে বাঁধা দিলেও রহস্য করে ভিক্ষুদেরকে আরো বেশী নানা কিছু বলত। এভাবে অনেকদিন যাওয়ার পর সে পাড়ায় একদিন জনৈক ব্যক্তি তার বাড়িতে সূত্রপাঠ শ্রবণ করতেছে। সেদিন উক্ত ব্যক্তি নেচে নেচে

বলতে লাগল, "কুকুরগুলি ডাকতেছে' কুকুরগুলি ডাকতেছে"। তার উক্ত কার্য-কলাপে সমস্ত এলাকার লোকজন তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। কালক্রমে সে ব্যক্তির এক আশ্চর্য্য ধরণের রোগ দেখা দেয়। সে হঠাৎ করে বলে উঠে- "আমাকে কুকুরে কামড়াচ্ছে"। এরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে জায়গায় কাল দাগ পড়ে যায়। কয়েকদিন পর তার কোমরে কালদাগ পড়ে এবং কোমর অবশ হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই কুকুরের মত ডাক দিতে দিতে সে মারা যায়।

গত ২৭শে ডিসেম্বর ২০০৩ ইং সোমবার সন্ধ্যায় সাপছড়ি বনবিহারের প্রধান ভিক্ষু অধ্যক্ষ শ্রীমৎ জিনবোধি স্থবির মহোদয়ের সাথে রাজবন বিহারে দেখা হয়। আমি উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি বললেন– আপনারা যা' শুনেছেন তা' সবই সত্য।

* * * * * *

যক্ষিণীর সাথে তিন বছর বসবাস

ছোট বেলায় লাক মুখে অনেক যক্ষের গল্প শুনেছি। আধুনিক যুগে ভূত, প্রেত, দৈত্য, যক্ষ প্রভৃতি অশরীরি প্রানী অনেকে কাল্পনিক বলে মনে করে থাকেন। জড় বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সময় এগুলির সংখ্যাও ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন।

বিরল ঘটনা সংগ্রহ- ২৭

এমন কতগুলি ঘটনা আছে তার কোন যথাযথ লিপিবদ্ধ প্রমাণ নেই। কালক্রমে মানুষের স্মৃতি অটলতলে ডুবে যায়। আজ হতে ছয় বৎসর পূর্বে এক যক্ষিণীর কাহিনী উদ্‌ঘাটন হয়। শদ্ধেয় বনভান্তে স্বশিষ্যে উক্ত স্থানে পদার্পণ করায় যক্ষিণীর অন্ত র্ধান ঘটে। তার ঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে আমার অনেকদিন সময় লেগেছে। এই তথ্যের প্রতিবেদন লিখে দিয়েছেন বাবু প্রমোদ রঞ্জন চাক্‌মা। উক্ত কাহিনী অতি দীর্ঘ বিধায় পাঠকের ধৈর্য্য চ্যুতির ভয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করছি। বাবু নির্মল কান্তি চাক্‌মা শ্রদ্ধেয় বনভান্তের একনিষ্ট উপাসক এবং বনবিহার পরিচালনা কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি। তিনি উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি। শ্রদ্ধেয় বনভান্তের উপদেশে ১৯৮৩ ইংরেজীতে রফ্‌তানী ও মার্কেটিং অফিসার পদ হতে পদত্যাগ করে বাগান ও ব্যবসা বানিজ্যে রত আছেন। তার স্থায়ী ঠিকানা বনরূপার ত্রিদিব নগরে। নির্মল বাবু বাগান করার জন্যে উপযুক্ত স্থান খুঁজতে খুঁজতে হাজারীবাক মৌজার 'কান্দেবছড়া কাগত্যায়' ৬ একর পাহাড় বন্দোবস্তী করেন। তিনি শুনতে পেলেন এ জায়গায় বহু বৎসর যাবৎ কোন লোক বসতি বা জুম চাষ করতে পারে না। সুতরাং অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে। কারণ অমনুষ্যের উৎপাতে হয়তো লোক মারা পড়ে নতুবা হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তিনি সাহস করে সেখানে বিভিন্ন গাছ এবং ফলের বাগান করেন। সেই বাগানে হ্রদের ধারে একখানা খামার বাড়িতে তার মেঝ ভাই বাবু প্রমোদ রঞ্জন চাক্‌মা, তার স্ত্রী বিজয়লক্ষী চাক্‌মা ও দুই ছেলে মেয়ে থাকেন। মধ্যে মধ্যে নির্মল বাবু বাগানের কাজের জন্য কিছু সংখ্যক

মজুর নিয়ে সেখানে সাময়িকভাবে অবস্থান করেন। এভাবে কোন উপদ্রব ছাড়া তিন বৎসর কেটে যায়। তারা মনে করেছিলেন এখানে বোধ হয় কোন অমনুষ্য বা যক্ষের উপদ্রব নেই অথবা কালক্রমে তা তিরোহিত হয়েছে।

কোন একদিন পাহাড়ের অপর প্রান্তে বাগানের কাজে ব্যস্ততায় প্রমোদ বাবু সন্ধ্যার একটু পরে খামারে ফিরছিলেন। এমন সময় বড়জোর ৫০ হাত দূরে দেখতে পেলেন এক বিভৎস ধরণের মূর্তি। কপালে দু'টি ও দুই বাহুতে দু'টি ইলেক্ট্রিক বাল্ব-এর মত বড় বড় চারটি চোখ দেখতে পান। চোখগুলি খুব উজ্জ্বল ও ঝক্‌ঝক্ করে। চোখের আলোতে শরীরের অন্য অংশও দেখা যায়। প্রথম দর্শনে হুঁশ হারিয়ে ফেলেন এবং নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অন্ততঃ ২০ মিনিট পরে একটু হুঁশ ফিরে আছে। মনে মনে চিন্তা করলেন বোধ হয় সে আমাকে কিছু করবে না। অবশেষে বললেন তুমি আমাকে কিছু করতে পারবে না। আমি সব সময় পঞ্চশীল পালন করি। সে কথা বলার পর উক্ত বিভৎস মূর্তি অন্তর্হিত হয়। অতপর তিনি কম্পমান দেহে খামারে চলে যান। এ ঘটনা সম্বন্ধে তার স্ত্রী বিজয়লক্ষী চাক্‌মাকে বলেননি। প্রমোদ বাবু মধ্যে মধ্যে চিন্তা করেন, ওটা বোধ হয় নিশ্চয়ই যক্ষ হবে। এই ব্যাপারে ভবিষ্যতের জন্য সন্দেহ উপস্থিত হল। আবার চিন্তা করলেন সে বোধ হয় আমাকে কোন ক্ষতি করবে না। ক্ষতি করলে প্রথম দিনই করত। কিছুদিন অতিবাহিত করার পর এর একদিন সন্ধ্যার পর খামারে ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন পথ রোধ করে এক লম্বা গাছ। চিন্তা করলেন এ

গাছ কোথা থেকে আসল। অন্ততঃ ৪ হাত কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন ওটা গাছ নয়, বিরাটকায় কাল সাপ। তাতে তার শরীর শিহরিয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলেন, সাপ তো এরূপ হতে পারে না। বোধ হয় এটা সেদিনের যক্ষ। কয়েক মিনিট পর অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়ার সাথে সাথেই যক্ষটি অন্তর্হিত হয়। অতপর তিনি ত্রিরত্নের নাম স্মরণ করতে করতে খামারে চলে যান। এবার প্রথম দিনের তুলনায় একটু কম ভয় লেগেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বারও কারো কাছে এ বিষয় বললেন না।

তৃতীয় বার কোন একদিন প্রমোদ বাবু 'কান্দেবছড়া' গ্রামের জনৈক লোকের বাড়ি হতে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসতেছেন। তখন রাত ৮টা। যখন তার বাগানে পৌঁছেন তখন দেখতে পেলেন পথের উপর একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখা মাত্রই তিনি দাঁড়িয়ে ত্রিরত্নের নাম স্মরণ ও তার শীলগুণ স্মরণ করলেন। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বলেন আমাকে পথ ছেড়ে দাও। তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সে বলল, তুমি এদিকে এস তোমার সাথে আমার বিশেষ দরকার আছে। তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কোন দরকার নেই। পথ ছাড়। সে আবার বলল, তুমি ভয় করো না। তোমার কোন ভয় নেই, তোমাকে কথা দিচ্ছি। তুমি আমার দিকে এস। তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। পথ ছাড়। মেয়েটি বলল, আচ্ছা! আজ পথ ছাড়ছি। কিন্তু আগামীকাল এখানে এসে আমার সাথে দেখা করে যেও। প্রমোদ বাবু তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন পরনে সাদা কাপড় এবং চোখ দু'টি ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে। চেহারাটি যেন একজন চাক্‌মা

মেয়ে। অতঃপর খামারে এসে এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরবর্তী রাত তিনি আগে আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত যখন ঠিক ১টা বাজল তখন কে যেন তার বাড়ির পাশ থেকে কলারছড়া কেটে নিয়ে যাচ্ছে। শব্দ শুনে তিন ব্যাটারী টর্চ দিয়ে দেখলেন কলাগাছ ঠিকই আছে এবং আশে-পাশে কাকেও দেখতে পেলেন না। তিনি প্রস্রাব করে বাড়িতে ঢুকার পথে অর্থাৎ দরজার সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সে মেয়েটি। প্রথমেই সে বলল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন? তিনি বললেন, কোন প্রয়োজন নেই সে জন্য। সে বলল, আজও তুমি যাও, আগামীকাল আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করিও। অনেক কথা বলার প্রয়োজন আছে। ক্রমান্বয়ে ভয় কমে যাওয়াতে তিনি বললেন, আচ্ছা কথা দিচ্ছি দেখা করব। সেই রাতেও সে বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারপর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেখানে গেলেন। দেখা গেল সাদা কাপড় পরিহিত মেয়েটি গাছের গোড়ায় বসে আছে। দেখার সাথে সাথেই বলল, এদিকে এস। তোমার কোন ভয় নেই। আমাকে কোন সন্দেহ করিও না। তিনি বললেন, তুমি ওখান থেকে বল, কি দরকার আছে শুনতে এসেছি। সে আবার বলল তোমার এখনো ভয় ও সন্দেহ রয়ে গেছে। তুমি আমার পাশে এসে বস। তারপর প্রয়োজনীয় কথাগুলো বুঝিয়ে বলব। তিনিও তার কথামতে পাশেই বসে পড়লেন। প্রায় বিশ মিনিট পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে থাকার পর বলল তোমরা এ পাহাড়ে এসেছ অনেকদিন যাবৎ আমি তোমাদের সবাইকে চিনি ও

ভালবাসি। কিন্তু তোমাকে এবং তোমার মেয়েকে খুব ভালবাসি। তুমি খুব পরিশ্রম কর। তোমার আর পরিশ্রম করতে হবে না। এমকি তোমার ছেলে মেয়েরও অভাব ঘুচে যাবে। আমি তোমাকে কতগুলি সম্পদ দিতে চাই। অনুগ্রহ করে এগুলো নিয়ে যাও। শুধু তোমাকেই দিচ্ছি, অন্য কারো প্রাপ্য নয়। এ কথাগুলো বলার পর তিনি বললেন আমার কোন সম্পদের প্রয়োজন হবে না। আমার যা আছে তা দিয়ে যথেষ্ঠ, এ বলে উঠে চলে আসছেন, তখন সে বলল আজ তোমাকে চিন্ত া করার সময় দিচ্ছি আগামীকাল নিশ্চয় আমাকে বলতে হবে। সে দিনও দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খামারে চলে গেলেন।

পরের রাত প্রমোদ বাবুর যাবতীয় ভয় সন্দেহ ও সংকোচ ভাব একেবারেই চলে যাওয়ায় সরাসরি তার পাশে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ বসার পর সে বলল- আমার সাথে এস, তোমার ধন সম্পদ বুঝিয়ে নাও। তিনি বললেন, আমি সেদিকে যাব কেন? না আমি যাব না। সে আবার বলল- দেখতে পাচ্ছি তোমাদের মানব জাতির সন্দেহ ও সংকোচভাব এখনও রয়ে গেছে। একথা বলার পর তার পিছনে পিছনে অন্ত তঃ ত্রিশ হাত পর্যন্ত গেলেন। দেখা গেল দিনের মত পরিস্কার আলো। সামনে দুটি বড় বড় মাটির কলসী। কলসীর ঢাকনা খুলে বলল- ধরে দেখ তোমার সম্পদ। তিনি সেগুলি ধরে দেখলেন। এক কলসীতে স্বর্নের মোহর, অন্য কলসীতে স্বর্নের পাতে ভর্তি। সেগুলি স্পর্শ করতে প্রমোদ বাবুর শরীর যেন কেমন কেমন লাগতেছে, একটু পরে বললেন- এগুলি আমার দরকার নেই। তোমার ধন-সম্পদ তোমার নিকট থাক। সে

পুনরায় বলল, এগুলি তো তোমার জন্য রেখেছি। তুমিই এগুলির মালিক। তিনি বললেন- আমার মালিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি চলে যাচ্ছি। চলে যাওয়ার সময় সে বলল, এ ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য তোমাকে আরো সময় দিচ্ছি। মধ্যে মধ্যে আমার সহিত দেখা করিও। প্রমোদ বাবু বললেন আচ্ছা ঠিক আছে।

প্রায় রাতেই প্রমোদ বাবু যক্ষিনীর পাশে বসে থাকতে থাকতে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। (চাক্‌মা ভাষায় আক্যাং বলে) এভাবে আসতে যেতে দেখে তার স্ত্রী সন্দেহ করে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি গভীর রাতে প্রায় এক ঘন্টা পর্য্যন্ত কোথায় যাও? তিনি হেসে হেসে বললেন- তোমাকে বলতে পারব না। তুমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিও না। দিন দিন তার স্ত্রীর সন্দেহের দানা গভীর হওয়ায় বললেন-বলতে পারি কিন্তু একটা শর্ত আছে। কাউকে প্রকাশ করতে পারবে না। ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে।

অতঃপর উক্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলার পর তার স্ত্রী বিজয়লক্ষী চাক্‌মা যক্ষিণীকে দেখার জণ্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। প্রমোদ বাবু যক্ষিণীর অনুমতি নিয়ে তার স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে গেলেন। প্রায় পাশে গিয়ে দেখা মাত্র প্রমোদ বাবুকে জড়িয়ে ধরে বিজয়লক্ষী বললেন- আমি যাব না। থর থর করে কাঁপতে লাগল। প্রমোদ বাবু বললেন-ভয় নেই, চল তার পাশে বসে আলাপ করে আসি।

খামারে গিয়ে বিজয়লক্ষীর মোটেই ঘুম হল না। মধ্যে মধ্যে ভয়ে চমকে উঠে। ভোর হওয়ার পর ছেলেমেয়েদের নিয়ে

বনরূপায় ত্রিদিব নগরে চলে আসেন। এদিকে প্রমোদ বাবু তার দশ বছরের মেয়েটিকে নিয়ে খামারে চলে আসেন। মেয়েটি রান্নার কাজে ও তিনি বাগানের কাজে ব্যস্ত থাকেন। যক্ষিণীর সাথে পুনঃবার দেখা হলে বলল, তোমার স্ত্রী আমাকে দেখে ভয়ে চলে গেছে। ভয় কিসের? মানব জাতির সাধারণত ভয় সন্দেহ ও সংকোচ ভাব থাকে। তোমার এখনো সময় আছে তোমার ধন-সম্পদগুলি নিয়ে সুখে শান্তিতে চলতে পারবে। প্রমোদ বাবুর তবুও লোভ উৎপন্ন হল না।

আর একদিন গ্রীষ্মকালে রাত্রি বেলায় প্রমোদ বাবু ত্রিদিব নগরস্থ বাড়িতে উঠানে বসে আসেন। হঠাৎ তার সামনে যক্ষিণী উপস্থিত হল এবং বলল- কি ব্যাপার তোমাকে এবং সবাইকে খামারে দেখা যাচ্ছে না কেন? তিনি উত্তরে বললেন- কোন ব্যাপার নয়। শুধু আমার স্ত্রীকে সন্দেহ করি, যদি কাউকে বলে দেয়। প্রতি উত্তরে যক্ষিণী বললেন- কিছুই হবে না, বলতে পারবে। কোন অসুবিধা হবে না। একথা গুলি বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে তার স্ত্রী চা নিয়ে এসে বললেন- তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ? তিনি বললেন- যক্ষিণী এই মাত্র চলে গেল। তোমার কথায় বলেছি। অন্য কারো নিকট নাকি প্রকাশ করতে পারবে। অনুমতি নিয়েছি, কোন অসুবিধা হবে না।

পরদিন সকালে নির্মল বাবু এবং পরিবারের অন্যান্যদের কাছে বিগত তিন বৎসরের ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা করলেন। তাতে সবাই আশ্চর্য্য ও হতভম্ব হয়ে পড়েন। এমনকি সমগ্র ত্রিদিব নগর এলাকায় এ ঘটনা নিয়ে এক তোলপাড় হয়ে যায়। সকলের মতামত নিয়ে নির্মল বাবু ও প্রমোদ বাবু শ্রদ্ধেয়

বনভান্তের উদ্দেশ্যে বনবিহারে গমন করেন। বন্দনাদি করার পর শ্রদ্ধেয় বনভান্তেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করেন। এদিকে বনভান্তের স্নান করার সময় হলে তিনি বললেন–আজ তোমরা চলে যাও। আগামী কাল আবার আস।

পরের দিন যথাসময়ে উভয়ে দেশনালয়ের দিকে যেতে না যেতেই শ্রদ্ধেয় বনভান্তে রসিকতা করে বললেন- যক্ষিণীর স্বামী আসতেছে (যক্ষিণীর নেক্কো এঝের)। তারা বন্দনা করে বসার পর উপাসক-উপাসিকাদের লক্ষ্য করে তিনি আবার বললেন- প্রমোদ পাঁচশত বৎসর পূর্বে কান্দেবছড়া গ্রামের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তার কোন পুত্র কন্যা ছিল না। অর্ধ বয়সে সে মারা যায়। তার স্ত্রী পরিণত বয়সে মারা যায়। কিন্তু সম্পত্তির প্রতি লোভ-মোহ পরায়ন হওয়ায় সে যক্ষিণীরূপ ধারণ করেছে। কিন্তু তারা যক্ষিণীকে চিনে না। যক্ষিণী তাদের ভালভাবে চিনে। মানুষ যেভাবে মূলা বা খিরা খায়, যক্ষিণীও সেভাবে মানুষ খেতে পারে। মায়া মমতার কারণে সে তাদেরকে কিছু করে না। এ যক্ষিণীকে কেউ তাড়াতে পারবে না। এমনকি যক্ষ মন্ত্র-তন্ত্রধারী বৈদ্য বা কোন ভিক্ষুও তাকে তাড়াতে পারবে না। কিন্তু একটা পথ আছে, সেটা হল তার উদ্দেশ্যে সংঘ দান করে পূন্য দান করা। (উল্লেখ্য যে পার্বত্য ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে কান্দেবছড়া বা তার আশে পাশে কোন চাক্‌মা বসতি ছিল না। সেখানে ত্রিপুরাদের বসতি ছিল। সুতরাং, প্রমোদ বাবু ত্রিপুরাই ছিলেন)। সঙ্গে সঙ্গেই নির্মল বাবু ও প্রমোদ বাবু শ্রদ্ধেয় বনভান্তেকে স্বশিষ্যে সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান এবং সূত্রপাঠ করার জন্য আমন্ত্রণ

জানালেন। এ উপলক্ষে একটি বড় লঞ্চ ও বনভান্তের জন্য বোট নিয়ে খামার বাড়িতে যাত্রা করলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বনরূপা, কান্দেবছড়ার উপাসক-উপাসিকারা উপস্থিত ছিলেন। যথাসময়ে পঞ্চশীল প্রার্থনা, সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান সম্পন্ন হয়। দুপুর বেলা পরিত্রাণ প্রার্থনা ও ভিক্ষু সংঘের সূত্রপাঠ আরম্ভ হয়। ক্রমান্বয়ে তিনটি সূত্র পাঠ করার পর শ্রদ্ধেয় বনভান্তে শিষ্যদের বললেন-যক্ষিণী চলে যাচ্ছে। উপাসক-উপাসিকারা বড় করে সাধুবাদ প্রদান করার পর মাইকে এবং সকলের মুখে সমসুরে সাধুবাদ ধ্বনিতে কান্দেবছড়া এলাকা মুখরিত হয়ে উঠে। যক্ষিণী যাওয়ার সময় গামারী গাছ ও আমগাছের মধ্যবর্তী স্থানে গোল্লার মত শব্দ শোনা যায় এবং গাছের শাখা-প্রশাখা গুলি তুফানে নড়াচড়া করার মত দেখা যায়। আরো একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হল পাহাড়টি কম্পমান হয়েছিল।

* * * * * *

মায়ের অভিশাপ

যখন গুণ-মাহাত্ম্য সম্পন্ন দেব-ব্রহ্মা তুল্য মাতা-পিতার প্রতি অত্যাচার করতে আমার জীবনে কয়েকজন নরাধমকে প্রত্যক্ষ করলাম। এরূপ একটা লোমহর্ষণকর অমানুষিক ঘটনার কথা উল্লেখ করলে সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমাদের গ্রামবাসী দু'একজন লোক প্রায় মাতা-পিতার প্রতি দৈহিক অত্যাচার উৎপীড়ন ও মারধর করত। এতে গ্রামের লোকেরা মাতা-পিতার উপর নির্যাতন বরদাস্ত না করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেও বারণ করতে পারেনি। একদিন এক নরাধম কোন এক অজ্ঞাত কারণে মায়ের উপর প্রচণ্ড ক্রোধান্ধ হয়ে হাত-পা বেঁধে মারপিট করে ও প্রখর রৌদ্রে চিৎ করে শুয়ে রাখল। তাতেও সেই নরপশুর নারকীয় ক্রোধের তৃপ্তি মিলল না। অবশেষে আমগাছ থেকে লাল পিঁপড়ার বাসা এনে অভাগিনী জননীর সর্বাঙ্গে ভেঙ্গে দিল। এই পাশবিক অত্যাচারের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মা কুলাঙ্গার পুত্রকে এই বলে অভিশাপ প্রদান করল- "ওহে! আমার উপর তোর এই অত্যাচারের ফলে তুই হঠাৎ গাছ থেকে পড়ে মরিস্, তোকে শকুনে খাক্।"

কিছুদিন পর মা চলে গেল পরলোকে। আর সেই নরপশু একদিন গ্রামান্তরে এক আত্মীয়ের বাড়ি গেল। তখন ছিল জৈষ্ঠ্যমাস। টকটকে পাকা আম গাছে ঝুলন্ত। তড়িৎ বেগে গিয়েই সে আম গাছের আগায় আরোহণ করে আম পারার সময় হঠাৎ ডাল ভেঙ্গে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং বিকট চিৎকার

করতে করতে তৎক্ষনাৎ মারা গেল। দুর্গত পাপাত্মার মৃত্যুর খবরে আমাদের গ্রামবাসী লোকজন ছুটে গিয়ে দেখল পাপাত্মার এই দারুণ অপমৃত্যু। তারপর সকলে মিলে পরামর্শ করল যে তার মৃতদেহ স্বগ্রামে নিয়ে আসবে। এরূপ সিদ্ধান্তে গ্রামবাসী ও আত্মীয় স্বজন মৃতদেহ নিয়ে যখন স্বগ্রামাভিমুখে রওনা হল তখন আকাশ থেকে শত শত শকুন হঠাৎ এসে পাপিষ্ঠের মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। স্বগ্রামে পৌছবার পূর্ব পর্যন্ত শকুনের দল বারবার আক্রমণ করে, কিন্তু শব যাত্রীদের সতর্কী তৎপরতায় শকুনরা সফলকাম হতে পারল না। মায়ের শেষাংশ তারা কার্যকরী হতে দিল না।
(উল্লেখিত ঘটনা প্রয়াত জ্যোতিপাল মহাস্থবির কর্তৃক বর্নিত)

* * * * *

আসলে সূত্রসমূহে কি অদ্ভুত শক্তি আছে?

তথাগত বুদ্ধের গুণ অনন্ত। এই মহাকারুনিক বুদ্ধের গুণরাশি বর্ণনা করতে গিয়ে সাধারণ জ্ঞানে, সাধারণ ভাষায় চিন্ত া-চেতনায়, সাবলীল ও গম্ভীরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভিব্যক্ত করা আমার খাটো জ্ঞানে মস্তবড় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তবুও ক্ষুদ্র জ্ঞানে সীমাবদ্ধ লেখনী শক্তি হলেও আমার বাস্ত ব ভিক্ষু জীবনে যা এক অদ্ভুত পরিত্রাণের ফল পেয়েছি তা উদ্ধৃত করছি। ১৯৯৫ কিংবা ১৯৯৬ সালের কথা। সে সময় আমি রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে অবস্থান করতাম। তবে আমার

সঙ্গে আমার ভিক্ষু বন্ধুগণও থাকতেন। তৎকালীন তেঁতুল গাছের নীচে জরা-জীর্ণ এক পর্ণ কুটির অহোরাত্র নির্বাক হয়ে থাকত, যা নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিত, ক্লান্ত ভিক্ষু-শ্রামণদেরকে ক্লান্তি দূর করার জন্য রাতদিন মৌন সম্মতি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কুটিরটি শনের ছাউনি ও বাঁশের বেড়া দিয়ে নির্মিত। তখন কে আর চিন্তা করতে পারত ছোট্ট পর্ণ কুটিরটি কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক ও রহস্যাবৃত ঘটনা ঘটে যাবে। তবে কতসালে বাড়িটি নির্মিত হয়েছে এবং কার দ্বারা তৈরী তা'ও সম্যক জ্ঞাত নেই। ছোট্ট কুটিরের ভিতরে ২/১টি খাট থাকত। সচরাচর এই জরাগ্রস্ত কুটিরটি যমচুগের ভিক্ষু-শ্রামণদের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার হত। তাই সে সময় অনেক ভিক্ষু-শ্রামণেরা এবং দায়কেরা বলত যমচুগের ভিক্ষুগণের কুটির। বর্তমানে সে কুটিরটির অস্তিত্ব নেই। যুগ বিবর্তনে কালের মহাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। যদিও কুটিরটির অস্তিত্ব নেই কিন্তু ইতিহাস তো কাউকে রেহাই দেয় না।

সে এক স্মরণীয়ও রোমাঞ্চিত অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আজ খাতা কলম হাতে নিতে বাধ্য হলাম। ঐ কুটিরে উক্ত সময়ে একদিন ভোর সকালে শয্যা ত্যাগ করলাম ভিক্ষু অক্ষরানন্দ সহ। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বুদ্ধের অনন্ত গুণরাশি প্রতিমাকে ভক্তি শ্রদ্ধাচিত্তে বন্দনা করে প্রাতঃরাশ সেরে নিলাম। অতঃপর সেকেণ্ডের পর মিনিট, মিনিটের পর ঘন্টা সময় কালের অমোঘ নিয়মে ধাবমান হয়ে চলে যাচ্ছিল।

এইভাবে বেলা যখন ৮টা বেজেছিল তখন হঠাৎ করে একজন গ্রাম্য বৃদ্ধলোক আমাদের জীর্ণ কুটিরে উপস্থিত হল।

বৃদ্ধকে দেখে আমাদের কৌতুহল হল কেন এত উদ্বিগ্ন অবস্থায় ঘুরতেছে? মনের কৌতুহলটা লাফালাফি করছে। যখন সন্নিকটে পেলাম জিজ্ঞাসা করলাম কি জন্যে ঘুরছে? প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ বলল, একটা খালি বোতল খুঁজতেছি, পাওয়া যাবে কিনা? আমি বললাম কি জন্যে? সে বলল, তার পুত্রবধূ খুব অস্বাভাবিক রোগে আক্রান্ত। শ্রদ্ধেয় বনভান্তের নিকট হতে পানি ছুঁয়ে নেবার জন্যে। সে আরো বলল, অন্য কিছু বলার আগে আমার পরিচয় আগে দিই। আমার বাড়ি রেইংখ্যং, আমরা গোজাতে তঞ্চঙ্গ্যা। আমার একজন মাত্র ছেলে, কন্যা নেই। আমার স্ত্রী কয়েক বৎসর আগে কালগত হয়েছে। আমার পুত্রের জন্য বউ এনেছি। বাড়িতে আমরা সর্বমোট তিনজন। এবার তাহলে প্রকৃত ঘটনার কথা বলি শুনেন। আমরা দুর্গম এলাকা রেইংখ্যং জোনে থাকি। তায় আমরা অনেক বছর ধরে জুম চাষ করি। জুমের সঙ্গে তুলাচাষ, মরিচ, বেগুন, আলু, কচু প্রভৃতি আদিবাসী প্রথাগত সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করি। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও আমরা জুম চাষ করেছি। জুমের এক পাশে আমাদের মাজাঘর (টংঘর)। এক সময় আমি পুত্রকে নিয়ে কাজের জন্য গিয়েছি সাত সকালে। বাড়িতে পুত্রবধূকে বলেছি গৃহস্থ কর্ম যেন সম্পাদন করে। ইত্যবসরে আমার পুত্রবধূ ঘর ঘষা-মাজা করার পর বাড়ির নীচে (আমহ্ত্তল) ঝাড়ু দেয়ার সময় একটা ধবধবে সাদা পয়সা চোখে পড়ে। পয়সা যখন দেখল কৌতুহল বশতঃ পয়সাটি ধরে দেখল খুব সুন্দর। তখন পয়সাটি কোমরে গুজিয়ে রাখার সঙ্গে

সঙ্গে তার শরীরে ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। মনে হচ্ছে বিরাট অবয়বধারী সর্প তাকে গলাধঃকরণ করছে।

সে হতে শুরু হল অসুখের তাণ্ডব, বিভিন্ন উপদ্রব, অন্ত রায় বিপত্তি। প্রতিদিন সকাল বিকাল ও দুপুরে তাকে সর্প গলাধঃকরণ করতে দেখে এবং বাস্তবিক সে দেখে থাকে ঝুটিওয়ালা সেই ভয়ঙ্কর সাপকে। কিন্তু অন্যান্যরা দেখে না। যখনি সর্প পা হতে গলাধঃকরণ করতে শুরু করে সে হতে শুরু হয় চিৎকার হৈ চৈ। সর্পের যেন গলাধঃকরণ করে খাওয়া মণ্ডুকের ন্যায় প্রভৃতি উপদ্রব।

এ অবস্থা যখন হল তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বলতে গেলে দিশেহারা হয়ে পড়ি। পরে অবশ্যই পাহাড়ী রাজ বৈদ্য ঠিক করে রাজ বৈদ্যের নির্দেশানুসারে বিভিন্ন পশু-পাখি, মোরগ-মুরগী, শুকর বলি দিলাম কিন্তু রোগীর কোন রোগ উপশম হয় না। উপর্য্যুপরি কয়েকজন বৈদ্য ধরলাম কিন্তু কোন কুল-কিনারা পেলাম না। পরিশেষে ভগবানকে স্মরণ করে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে ভর্তি করে দিলাম। সেখানে সরকারী এম. বি.বি. এস. ডাক্তার কর্ত্তৃক চিকিৎসা করা হল। কিন্তু হায়! কোন ফল পেলাম না। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে।

এমতাবস্থায় কোন উপায় না থাকায় হঠাৎ করে মহামানব বনভান্তের নাম স্মরণ হল। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, মহাপুরুষের পানি ছুঁয়ে নিয়ে রোগীকে বাঁচাতে পারি কিনা এসেছি। বৃদ্ধ লোক যখন বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ ব্যক্ত করল, তখন তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হল। এবার তাড়াতাড়ি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সূত্রপাঠ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত

হলাম ভিক্ষু অক্ষরানন্দ সহ। সে সময় রোগী বনবিহারের পালা সিয়াং ঘরের ভিতরে রাখা হয়েছে। সেখানে যথারীতি গিয়ে দেবতা আমন্ত্রণ সহ মহামঙ্গল সূত্র, জয় পরিত্রাণ, আটানাটিয় ও খন্ধক পরিত্রাণ প্রভৃতি সূত্র পাঠ করে দিলাম দুই বার দুই বার করে।

যে সময় হতে রোগীকে সূত্র শোনাচ্ছি সে সময় রোগীর কোন চেতনা ছিল না। প্রায় এক ঘন্টার কাছাকাছি সূত্র বলে দিলাম। তারপর যখন সূত্র সমাপ্ত হল সঙ্গে সঙ্গে চেতনা ও বাকশক্তি ফিরে পেল। রোগীকে সূত্র পড়ার পানি পান করতে দেওয়া হল। সে হতে সুস্থ- উপদ্রবহীন।

এই বাস্তব অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ ফল পেলাম বা প্রত্যক্ষ পরিত্রাণ শ্রবণের ফল চাক্ষুষ দেখলাম, তখন হতে আমি বিশ্বাস করি আসলে বুদ্ধের গুণ অনন্ত ও অসীম। (উল্লেখিতঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমৎ সত্যলংকার ভিক্ষু)।

* * * * * *

খাড়া-এবড়ো-থেবরো পাহাড়ে ঈগল

আজ শরত কালের সুন্দর দিন। পরিস্কার মেঘমুক্ত নীল আকাশ এবং বাঁধাহীন গভীর আলোর বন্যা। পাইন গাছগুলোর মাঝে লুকিয়ে আছি, সাথে একটি রাইফেল আমার পাশে। আমি আমার প্রথম শিকারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ একটি ঈগলের কর্কশ কণ্ঠ প্রকৃতির নীরবতা ভেঙ্গে দিল। অনন্ত নীল আকাশের মাঝে ঈগলটি নিজের ছায়ামূর্তি গম্ভীরভাবে প্রদর্শন করছিল, সাথে লম্বা আঙ্গুলের নখগুলো দিয়ে শক্তভাবে ধরা শিকার। ইহা খোলা আকাশের উপর থেকে গম্ভীর ধীরভাবে চক্কর দিতে দিতে এবড়ো-থেবরো উচ্চ পাহাড়ের উপর অবতরণ করল। আমি আমার রাইফেল শক্ত ও দৃঢ়ভাবে ধরলাম এবং শিকারের দিকে আমার নিশানা ঠিক করলাম।

যখন আমি আমার শিকারকে সযত্নে পর্যবেক্ষণ করছিলাম, আমি লক্ষ্য করলাম ঈগল তার লম্বা নখগুলো দিয়ে ধরা শিকারকে খাচ্ছিল না, কিন্তু টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছিল। আমি আমার রাইফেল নীচে নামিয়ে রাখলাম এবং মনযোগ সহকারে ঈগলের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণে রত হলাম। উচ্চশব্দ প্রকাশ করে ঈগলটি দূরে উড়ে চলে গেল শিকারের মাংস টুকরাগুলো সেই খাড়া পাহাড়ের উপর রেখে। আমি অত্যন্ত কৌতুহল বোধ করলাম এবং ক্রমাগত পর্যবেক্ষণে নিমগ্ন হলাম। শীগ্রই ঈগলটি অন্য একটি ঈগলকে সঙ্গে করে পূর্বের জায়গায় ফিরে আসল। দ্বিতীয় ঈগল পক্ষীটি ছিল বৃদ্ধ এবং তার পালকগুলো ছিল ভোঁতা ও রোগা। যত শীগ্রই সম্ভব তারা

পাহাড়ের উপর অবতরণ করল, যুবক ঈগলটি মাংসের টুকরো মুখে তুলে বৃদ্ধ ঈগলটিকে খাওয়াতে আরম্ভ করল। ইহা একটি শ্রমসাধ্য ও কঠিন কাজ। কিন্তু যুব ঈগলটি পরিশ্রমী।

যুব ঈগলটির মহাত্ম্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড দেখে আমি নিজের মাতা-পিতার সাথে আমার সম্পর্কের কথা মনে প্রতিফলিত করলাম। আমি নিজে লজ্জিত হলাম এবং শপথ নিলাম পুনরায় কখনো আর শিকারে যাব না।

* * * * * *

কৃতজ্ঞ ইঁদুর

চল্লিশ বছর আগে এক রাত্রে আমি কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম। আমি বাতি জ্বালিয়ে (কিসের শব্দ তা' জানবার জন্যে) বৃহৎ চালের পট লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম। চালের পটের ঢাকনা খুলে দেখলাম ভিতরে একটি ইঁদুর। চালের পটের মধ্যে ইঁদুর দেখে ক্রুদ্ধ হলাম। কারণ আমরা গরীব ছিলাম এবং এখানে তীক্ষ্ণদন্ত ইঁদুর আমাদের স্বল্প পরিমাণ সম্পদ চুরি করছিল। আমি একটি ঝাড়ু আনতে গেলাম এবং একে হত্যা করার মনস্থ করেছিলাম। সে মুহূর্তে ছোট প্রানীটি পেছনের পা গুলোতে ভর দিয়ে দাঁড়াল এবং প্রতীয়মান হচ্ছিল যেন আমার কাছে দয়া ভিক্ষা করছে। ছোট প্রানীটির এরূপ অদ্ভুত দয়া প্রার্থনার ভঙ্গী দেখে আমার ক্রোধ ক্রমশঃ কমে গেল এবং ইঁদুরটির প্রতি খুব মায়া হল, ফলে তাকে ছেড়ে

দিয়েছিলাম। সেই সময় থেকে ইঁদুরটিকে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রায় দেখা যেত এবং এক প্রকার আমাদের গৃহপালিত প্রানীতে পরিণত হয়েছিল।

একই বছরে জুলাই মাসে মধ্য রাতে আমি হঠাৎ আমার হাতের মধ্যে তীক্ষ্ণ ব্যাথা অনুভব করে জেগেছিলাম। আমি সুইচ্ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দেখতে পেলাম হাতে রক্তপাত হচ্ছে। তারপর আমার কন্যার চিৎকার শুনলাম। তার মুখমণ্ডলেও রক্তপাত হচ্ছিল এবং তার পাশে তীক্ষ্ণদন্ত ইঁদুরটি ছিল। সমস্ত পরিবারের সদস্যদের মাঝে ক্রোধ উৎপন্ন হল এবং হাতে লাঠি নিয়ে আমরা ইঁদুরটিকে ধাওয়া করতে আরম্ভ করলাম। ইঁদুরটির দাম্ভিকভাবে দৌড়ে যাওয়ার ভঙ্গী আমাদের ক্রোধকে বাড়িয়ে তুলল এবং সম্মুখে ধাওয়া করা চালু রাখল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি গাছের নীচে আমরা দাঁড়িয়ে আছি বলে জানতে পারলাম। আমরা সকলে হাঁপাচ্ছিলাম এবং ইঁদুরটি গাছের ডালগুলো থেকে আমাদের লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ করে মাটি ঝাঁকি দিল। আবার প্রচণ্ডভাবে গড় গড় শব্দ শুরু হল, ভূমিকম্পের তীব্রতায় বিল্ডিংগুলো ভেঙ্গে পড়ছিলো এবং আমরা চিৎকার শুনতে পেলাম। একটি ধোঁয়ার শিখা আকাশে ঝুলতে দেখেছিলাম।

সেই দিন রাতে ইহা ছিল প্রচণ্ড ভূমিকম্প। ইহা চীনের ইতিহাসে বৃহৎ দুর্ভাগ্য বলা হয়ে থাকে। হাজার হাজার মানুষ উক্ত প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছিল। ইঁদুর কেমন করে ভূমিকম্পের আভাস পেয়ে আমাদের এই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচানোর জন্যে ঘুম ভাঙ্গানোর উদ্দেশ্যে কামড় দিয়েছিল।

আমরা ইঁদুরের কারণে প্রাণ রক্ষা পেয়েছিলাম। তার জীবন আমরা বাঁচিয়েছিলাম এবং সেও আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছিল।

* * * * * *

হাতির দয়া

ছোট্ট লিসার বয়স ছিল আট বছর এবং কেনিয়ার মধ্যে বাস করত। তার ভাই গল্প বলার বিচক্ষণ ছিলেন এবং তাকে কাল্পনিক প্রাণীদের নিয়ে একটি সুন্দর গল্প বলেছিলেন। ভাইয়ের গল্প শুনার পর থেকে লিসা এরূপ সুন্দর বন্য প্রাণী দেখার জন্য স্বয়ং আগ্রহী হয়েছিলো । তাই একদিন সে কিছু খাদ্য প্যাক্ করে সেরূপ প্রাণী সন্ধানে বের হয়।

কয়েক ঘন্টার পরে সে এক ঝাঁক ঔদ্ধত্য সিংহের মুখোমুখি হয়েছিল। সেখানে একটি পুরুষ সিংহ এবং সাতটি স্ত্রী সিংহী ছিল। সচরাচর সিংহরা ছোট প্রানী দেখে ভয় পায় না। কিন্তু সম্প্রতি স্ত্রী সিংহীগুলো বাচ্চা দিয়েছে। তাই তারা খুবই দল রক্ষাপ্রদ ছিল। তারা উঠে দাঁড়াল এবং লিসাকে আক্রমণ করতে প্রস্তুতি নিল। হঠাৎ একপাল হাতি নদীর পাশে ঘাস খেতে খেতে ঘটনার দৃশ্য তাদের চোখে পড়েছিল। অসহায় ছোট্ট মেয়েটিকে সিংহের দল আক্রমণ করছে দেখে হাতির দল ছোট মেয়েটির চারিদিকে ঘিরে গোলাকার বেষ্ঠনী গঠন করল এবং সিংহের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগল। যখন সিংহের দল হাতিদের প্রতিরক্ষা ভঙ্গ করতে পারল না, অবশেষে তারা

শাবকদের মুখে তুলে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়।

* * * * * *

হরিণ ও ছোট্ট ছেলে

ঘন সবুজ এবংন চমৎকার বনোফুল দ্বারা আচ্ছাদিত নদীর পাশে একটি ছোট্ট ঘর ছিল। মা তার ছেলেকে নিয়ে কুঁড়েঘরে বসবাস করতেন। সেদিন আকাশে চমৎকার সূর্য্য উঠেছে। হঠাৎ একটি শিং ওয়ালা হরিণ তাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় ঢুকে পড়ে। ছোট ছেলেটি বাড়ী সংলগ্ন উঠানে খেলা করছিল। হরিণ ছেলেটির একেবারে কাছে গিয়ে আংটির মতো করে ছেলেটির গায়ে জড়ানো কাপড়ে তার শিং দিয়ে জড়িয়ে নেয়। হরিণকে এরূপ করতে দেখে ছেলেটি ভয়ে চিৎকার দিতে থাকে। ছেলের চিৎকার শুনে তার মা ঘর থেকে ছুটে এসে দেখেন যে, একটি হরিণ দৌড়ে পালাচ্ছে এবং হরিণটির শিঙ্গের সঙ্গে শার্ট আটকানো অবস্থায় তার ছেলেও হরিণের সঙ্গে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ছেলের এরূপ পরিণতিতে মা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ছেলেকে রক্ষার জন্য তিনি হরিণের পিছু পিছুদৌড় দেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মা দেখেন যে, তার ছেলে মাঠের এক জায়গায় পড়ে আছে এবং হরিণের সঙ্গে আটকানো শার্ট খুলে গেছে। মাকে থামতে দেখে ছেলে মায়ের বুকে মুখ লুকায়। ছেলেকে পেয়ে মা আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

বিরল ঘটনা সংগ্রহ- ৪৭

মা ছেলেকে নিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে দেখেন পাশের বড় গাছটি ভেঙ্গে তার বাড়ির উপর পড়ে আছে। অতঃপর গাছের নীচে পড়ে ঘরটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। মোরগ এবং কুকুরটিও গাছের নীচে পড়ে মারা গেছে। এ দৃশ্য দেখে মা বার বার শিউরে উঠেন। সে সময় হরিণটির শিং-এ তার ছেলের শার্ট আটকানা অবস্থায় বাইরে না নিলে আজ গাছের নীচে পড়ে তাদের সবারই মৃত্যু ঘটত। এক সময় ছেলেটি মায়ের এক বছর পূর্বের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। এক বছর আগে একটি হরিণ শিকারীর তাড়া খেয়ে তার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। মা তখন রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ হরিণটিকে তার ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে ছেলেটির মা ভয় পান। এ সময় ঘরের বাইরে তীর ধনুক হাতে একজন লোক দেখতে পান। সেই লোকটিকে দেখে মার মনে সন্দেহ জাগে, তবে লোকটি কি হরিণটিকে খুঁজছে? এই কথা ভেবে মা হরিণটিকে শিকারীর চোখ থেকে আড়াল করার জন্য তার পরনের কাপড় দিয়ে হরিণটিকে ঢেকে রাখেন। শিকারী বাড়ীর এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। শিকারীকে চলে যেতে দেখে ছেলেটির মা হরিণের উপর থেকে কাপড়টি সরিয়ে নেয়।হরিণ সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। হরিণ বুঝতে পারে ছেলেটির মা শিকারীর হাত থেকে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। চলে যাওয়ার সময় হরিণ মাথা নত করে ছেলেটির মাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। মা এখন বুঝতে পারে হরিণ কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছিল বাড়ীর পাশের গাছটি পড়ে যাবে এবং এতে মা ও ছেলের ক্ষতি হবে। তাই

পূর্বে তার প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদানে হরিণ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মা ও ছেলেকে রক্ষা করেছে। এই জন্য মা একটি প্রবাদ স্মরণ করেন–

"কারো বিপদে যদি কেউ তার জীবন রক্ষা করে,
নিজের বিপদেও দেবতারা তাঁকে রক্ষা করেন।"

* * * * * *

নিষ্ঠুর কৃষকের নির্মমতার ফল

চীন দেশের টাং রাজত্বে এক গ্রামে একজন নিষ্ঠুর কৃষক বাস করত। চাষাবাদ করে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ হত। মা-বাবা ও দুই ভাই নিয়ে তাদের সংসার। একদিন দুপুর বেলা কৃষক মাঠে গিয়ে দেখে, প্রতিবেশীর একটি ষাঁড় তার ক্ষেতে ঢুকে অনেক ফসল খেয়ে ফেলেছে এবং অনেক গাছ পায়ে মেড়ে নষ্ট করে দিয়েছে। কৃষক ক্রোধে অন্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হয়ে পড়ে। কৃষক কোমর থেকে ছোড়া বের করে ষাঁড়কে ধরতে যায় এবং চিৎকার করে বলতে থাকে, আমার ফসল খেয়েছিস্ ' এখন দেখাচ্ছি মজা। তোকে হত্যা করব না, শুধু জিহ্বা কেটে ফেলব। কৃষক রাগে সঙ্গে সঙ্গে চাকু দিয়ে ষাঁড়টির জিহ্বা কেটে ফেলল। কি নির্মম দৃশ্য! জিহ্বা কাটার সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়ের মুখ দিয়ে সজোরে রক্ত ঝড়তে থাকে। এই ভাবে এক সময় ষাঁড়টির করুণ মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার পর অনেক দিন অতিবাহিত হয়। যথাসময়ে কৃষক বিবাহ করেন। সে কালে ক্রমে দুই সন্তানের পিতা হয়। কিন্তু তার দুইটি সন্তানই কথা বলতে পারে না। জন্ম থেকেই বোবা। অনেক ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করেও ভাল হয়নি।

একদিন গভীর রাতে কৃষক স্বপ্ন দেখল, ফসল খাওয়ার অপরাধে একটি ষাঁড়ের জিহ্বা সে কেটে ফেলেছে এবং ষাঁড়ের মুখ দিয়ে সজোরে রক্ত ঝড়ছে। এই দৃশ্য দেখে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙ্গার পর কৃষকের মনে পড়ল যে, বহু বছর পূর্বে তার ফসল নষ্ট করার অপরাধে সেও এমনি করে একটি ষাঁড়ের জিহ্বা কেটে ফেলেছিল। কৃষক দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে "তার পাপের প্রায়ঃচিত্ত আজ তার ছেলেরা ভোগ করতেছে।" কর্মফল অবশ্যম্ভাবী। এর থেকে কারো নিস্তার নেই।

* * * * * *

সামি পিঁপড়ার প্রাণ বাঁচিয়েছিল

কিছুদিন পূর্বে অল্প বয়সে এক বালক শ্রমণ দীক্ষা নেয়। চীনদেশে নতুন দীক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীদের সামি নামে অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে সুপণ্ডিত একজন ভিক্ষুর তত্ত্বাবধানে সামি ধর্ম শিক্ষা পড়া শুরু করেন। তিনি গুরুর কথা মন দিয়ে শোনেন। শান্ত স্বভাব সুন্দর ব্যবহার প্রমাণ করে সামি গুরুর উপযুক্ত শিষ্যই বটে। শিষ্য খুবই অমায়িক এবং বিশ্বস্ত। গুরুর সান্নিধ্যে থেকে শ্রামণ শিক্ষা-দীক্ষায় খুব দ্রুত উন্নতি করতে থাকে।

পণ্ডিত ভিক্ষু ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু কিছু ঘটনা বলতে পারতেন। তিনি জানতেন তার শিষ্য সামি বেশী দিন বাঁচবে না। তিনি গগনা করে দেখতে পেলেন তার আয়ু আর মাত্র সাত দিন আছে। এই ভবিষ্যত বানী দেখে গুরু ভীষণ চিন্তিত হলেন। একদিন সামিকে ডেকে গুরু বললেন "সামি! অনেকদিন তোমার মাকে দেখনি। এক সপ্তাহের মত ছুটি দিচ্ছি, বাড়ীতে গিয়ে তোমার বৃদ্ধা মার সঙ্গে দেখা কর। তোমার মায়ের সেবা-শুশ্রুষা কর। স্নেহময়ী মায়ের দেখা-শুনা করা প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। মা তোমাকে দেখলে খুশী হবে।"

গুরু সামিকে বাড়ীতে তার মায়ের নিকট পাঠাতে চান। এ সময় আত্মীয় স্বজনের সংস্পর্শে থেকে মৃত্যু হওয়া ভাল বৈকি। শিষ্য চলে যাওয়ার পর ভিক্ষুর মন বেদনাক্লিষ্ট হয়। শিষ্যের পরিণতির কথা ভেবে ভিক্ষু মুষড়ে পড়েন। সাতদিন পর শিষ্য গুরুর নিকট ফিরে আসেন। গুরুকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কুশলাদি জানতে চাইলেন। শিষ্যকে দেখে গুরু অত্যন্ত

আনন্দিত হলেন। শিষ্য ফিরে আসার ঘটনায় বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন, কেননা এ সময় সামির বেঁচে থাকা এক অলৌকিক ব্যাপার। ভিক্ষু সামির কাছে জানতে চাইলেন, বাড়ীতে তিনি কিভাবে সময় কাটিয়েছেন। ভিক্ষু সামিকে বলেন, "বৎস! এর আগেও আমি অনেক বার ভবিষ্যত বানী করেছি। যে সব ভবিষ্যত বানী করেছিলাম সবই সঠিক হয়েছিল। আমার কোন সময় ভূল হয় নাই। সাত দিনের মধ্যে তোমার মৃত্যু ঘটবে জেনে তোমাকে তোমার মায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সাতদিন তোমার পার হয়েছে, অথচ তুমি বেঁচে আছ। তোমাকে আরো প্রানবন্ত দেখাচ্ছে। মৃত্যুর বিপদ তোমার বিদূরীত হয়েছে।" তার মৃত্যু কিভাবে খণ্ডন হয়েছে তা জানতে পণ্ডিত ভিক্ষু ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তার ধ্যান গভীর থেকে গভীরতর হয়। এক সময় তিনি বুঝতে পারেন আসলে কি ঘটেছিল।ভিক্ষু সামিকে বলেন, বৎস! তোমার বাড়ীতে যাবার পথে কিছু পিঁপড়া বিপদে পড়েছিল এবং তুমি তাদের রক্ষা করেছিলে নয় কি? সামি বললেন, হ্যাঁ গুরুদেব, বাড়ী যাবার সময় আমি রাস্তার পাশে একদল পিঁপড়া তাদের যাত্রা পথে পানির মধ্যে পড়ে প্রায় মারা যাচ্ছিল। এসময় আমি একটি কাঠি দ্বারা পানি থেকে পিঁপড়াদের তুলে দিয়ে উদ্ধার করি। ভিক্ষু বলল, এই কাজ করেছ বলেই তোমার অকাল মৃত্যু কেটে গেছে অধিকন্তু আয়ু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্ডিত ভিক্ষু আরো বলেন 'মৃত্যুমুখে পতিত প্রানীর জীবন বাঁচালে পুন্য প্রভাবে আয়ু বৃদ্ধি হয়। দেবতাগণ তাদের বিপদে রক্ষা করেন। তুমি অনেক পিঁপড়ার প্রাণ বাঁচিয়েছ, তাই তোমার অনেক বছর আয়ু বেড়েছে। তুমি অনেক দিন বাঁচবে।'

ভিক্ষু আরো বললেন, "তোমার ভবিষ্যত এখন উজ্জ্বল। কিন্তু তোমাকে আরো অনেক প্রানীর জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করতে হবে।"

* * * * * *

একটি ভয়ঙ্কর মৃত্যু

ওয়ি নামে একজন পাখি শিকারী চীনের কইর কুইশিং প্রদেশে বাস করতেন। তার একটি বন্দুক ছিল। বন্দুক দিয়ে সে প্রতিদিন বিভিন্ন পাখি ও বিভিন্ন প্রানী শিকার করত। সে পুকুর, খাল-বিল হতে মাছ, ব্যঙ ও কচ্ছপ ধরে বাজারে বিক্রি করত। সে গাছে উঠে পাখির ডিম পেড়ে মজা করে ভেজে খেত। একদিন সে এক পুকুরে বিষ ঢেলে দেয়। এতে অনেক মাছ মরে যায় ও মৃত মাছগুলি বাজারে বিক্রি করে দেয়। একদিন তার বন্ধুরা এভাবে প্রানী হত্যা না করার জন্য ওয়িকে অনুরোধ করে। তারা ওয়িকে বলেন, প্রানী হত্যা না করে তুমি কৃষি কাজ করতে পার। কিন্তু বন্ধুদের কথা ওয়ি কর্ণপাত করেনি, বরং উল্টো ভাবে তর্ক শুরু করে। অনেক বছর পর একদিন ওয়ি সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে তার শরীরে তীব্র ব্যাথা অনুভব করে। কিছুদিন পর তার শরীরে কয়েকটি ফোঁড়া দেখা দেয়। ফোঁড়া থেকে পুঁজ বের হতে থাকে। ডাক্তার ডেকে ঔষধ খাওয়ার পরও তার অসুখ কিছুতেই সারে না। ক্রমান্বয়ে তার শরীর খারাপ হতে থাকে। রাতে তীব্র ব্যাথায় গোঙাতে থাকে। এমনি করে একদিন তার মৃত্যু হয়। যথাসময়ে তার কফিন

আনা হয়। স্থানীয় লোকজন যখন তার শরীর দাফন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন আকাশে অনেক কিচির মিচির শব্দ শোনা যায়। তারা দেখে হাজার হাজার পাখি তাদের বাড়ীতে নেমে পড়ে। পাখিরা ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে ঠোকরাতে মৃতদেহকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। এই ভয়ঙ্কর ও অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে প্রতিবেশীগণ বুঝতে পারেন, এই আর্শ্চয্য ঘটনা একমাত্র প্রানীহত্যা ও মন্দ কাজের ফল।

* * * * * *

তাবিজের সন্ধানে

জনৈক মহিলা আলুথালু বেশে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের সমীপে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য উপাসিকাদের পাশে বসে আছে। অনেক্ষণ পর্য্যন্ত বনভান্তের দেশনা শুনেও চাকমা ভাষা কিছু বুঝতে সক্ষম হয়নি। বনভান্তেকে মহিলা কাতর কণ্ঠে বলল- ভান্তে আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি। বনভান্তে বললেন কি ব্যাপার ? মহিলা বলল, ভান্তে ব্যাপারটি আপনার কানে চুপে চুপে বলতে হবে। বনভান্তে বলেন আমাদের বৌদ্ধ নিয়মে যে কোন ভিক্ষু মহিলার সাথে কানে কানে চুপে চুপে কথা বলতে পারে না। মহিলা বলল, ভান্তে সেটা অতীব গোপনীয় ও লজ্জার কথা। তারপর বনভান্তে বললেন- তোমার পাশের মহিলাকে খুলে বল' সে আমাকে বড় করে বুঝিয়ে বলবে। তখন পাশের চাকমা মহিলা তার বিষয়টি শুনে বনভান্তেকে বুঝিয়ে

দিল। তার বাড়ী ময়মনসিংহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। অধ্যয়ন রত এক ছেলের সাথে তার ভালবাসা জন্মে। শেষ পর্য্যন্ত তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অঙ্গীকার করে। কিন্তু ছেলেটি অন্য আর এক মেয়ের সাথে ভালবেসে তার কথা একেবারেই ভূলে যায়। শত চেষ্ঠার ফলেও তার আর বশবর্ত্তী হয় না। মহিলা বলল, আজ অনেকদিন যাবৎ এই কারণে মানসিক কষ্টে ভুগতেছি। ঢাকায় আপনার নাম শুনে একটি তাবিজের জন্য এসেছি। সে তাবিজের গুণে যেন পুনরায় তাকে ভালবেসে বিয়ে করতে পারি। সমস্ত বিষয়বস্তু শুনে বনভান্তে বললেন- সে ছেলেটি হল অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক। তোমার ভাগ্য ভাল। যদি তোমাকে বিবাহ করে ছেড়ে দিত কি অবস্থা হত? বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে পুনঃবার বিশ্বাস স্থাপন করা তোমার উচিত হবে না। সে যখন তোমাকে ভূলে গেছে তুমিও তাকে একেবারে ভূলে যাও। যেমন টেপ রেকর্ডারে গান বা অন্য কিছু অপছন্দ হলে সেগুলি মুছে পছন্দমত গান বা অন্য কিছু রেকর্ড কর, সেরকম তোমার মন থেকে তার কথা মুছে ফেল। মনে কালিমা রাখা দুঃখ জনক। তুমি যে এখন মনে কষ্ট পেয়ে হতাশায় ভূগতেছ, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি- তুমি শান্ত চিত্তে পুনঃবার লেখাপড়া আরম্ভ কর, মানসিক কষ্টে আর ভূগবে না। তোমার নিশ্চই সুখ এবং মঙ্গল হবে, ইহাই তোমার উত্তম তাবিজ। অতপর উৎকণ্ঠিত মহিলা উপাসিকাদের সাথে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন এবং ভান্তের গভীর সারযুক্ত ধর্মদেশনা শুনে উৎফুল্ল চিত্তে চলে যায়।

দেবতা-যক্ষ-প্রেত

শ্রদ্ধেয় বনভান্তের প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ নন্দপাল স্থবির মহোদয়কে আমি একদিন কৌতুহল বশতঃ প্রশ্ন করলাম- ভান্তে আপনি কোনদিন দেবতা-যক্ষ-প্রেত দেখেছেন? তিনি একটু হেসেই বললেন, এই তো কিছুদিন আগেই দেখলাম। প্রতিদিন ভোর চারটায় বুদ্ধ বন্দনা করে আমার আসনে ধ্যানস্থ হই। তখন দেখা যায় একজন শ্রামণ এসে ঘর পরিস্কার করে চলে যায়। কিছুদিন পর আমার মনে উদয় হল অন্ধকারে ভালভাবে ঘর পরিস্কার হচ্ছে না। তাই বলে বাতি জ্বালানোর জন্য সুইচ্ টিপার সাথে সাথেই অন্ধকারে দেখা শ্রামণ অদৃশ্য হয়ে যায়। হাত থেকে ঝাড়ুখানা পড়ার দৃশ্যটিই শুধু দেখলাম। তাতে বুঝলাম দেবতারাও মনুষ্য বেশে পুন্য করতে আসে। আরও একদিন রাতে চংক্রমণ করার সময় আমার সামনে কি যেন একটা প্রানী চলে যায়। দেখতে যেন শুকর বা মহিষ বলে মনে হল। মনে মনে যক্ষ বলার সাথে সাথেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রেত সম্বন্ধে তিনি বলেন- প্রেত দেখেছি আমি যখন শ্রামণ অবস্থায় তখন বার্মায় এক বিহারে ছিলাম। সেই বিহারে ভাবনা কারীদের জন্য কতগুলি নরকঙ্কাল সংরক্ষিত ছিল। প্রায় রাতেই কঙ্কাল নাড়াচাড়ার শব্দ শুনা যেত। এমনকি অনেকেই প্রেত দেখতে পেয়েছে। এক রাত্রে আমি শব্দ শুনে দেখলাম এক বৃদ্ধা কঙ্কালগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে পায়চারি করতেছে। আমি পিছন দিক থেকে তার মুখ দেখার কৌতুহল হলে হঠাৎ বৃদ্ধা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কচ্ছপের ধন্যবাদ

২০০২ সালের ২৩শে আগষ্ট চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে হারীবন নামক কোন এক জায়গায় একজন লোক একটি রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলেন। খাদ্য খাওয়ার সময় লোকটি লক্ষ্য করলেন একটি বড় কচ্ছপ গ্লাসের ট্যাংকীর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে এবং মনে হচ্ছিল কচ্ছপের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু বিন্দু গড়িয়ে পড়ছিল এবং মুখে বেপরোয়া দুঃখভাব পরিস্কারভাবে প্রকাশের ভঙ্গী ছিল। লোকটি কচ্ছপের এই অসহায় অবস্থা দেখে খুবই মর্মাহত হলেন এবং কচ্ছপকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করতে তিনি একে কিনে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। দুইদিন পর লোকটি ঘরের ভিতরে বসা অবস্থায় হঠাৎ তিনি বুকে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করলেন। তিনি নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারছিলেন না এবং তার এই ভয়ানক অবস্থা বাইরেও প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। কচ্ছপটি একটি বৃহৎ কাঠের পানির ট্যাংকে রাখা ছিল। সে কাঠের ট্যাংকটির বাইরে নামল এবং হামাগুড়ি দিয়ে দরজা বরাবর চলতে লাগল। কচ্ছপ যখন দরজায় পৌঁছল, তখন অনবরত দরজায় আঘাত করতে থাকে। একজন প্রতিবেশী যিনি বাড়ীতে ফিরছিলেন, দরজায় আঘাতের শব্দ শুনে তিনি অনুমান করলেন কেউ গুরুতর দুঃখের মধ্যে পড়ে আছে এবং ইমার্জেন্সি সার্ভিসে খবর পাঠালেন। ডাক্তার এসে লোকটিকে চিকিৎসা করে বাঁচালেন।

* * * * * *

গুণ উপলব্ধি সম্পন্ন সাপ

১৯৯৮ সালে চীনের গুয়াংডং প্রদেশে একজন কৃষক জঙ্গলের মধ্যে কাঠ কাটার পর বাড়িতে ফিরছিলেন, হঠাৎ তিনি শুকরের ন্যায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনে চারিদিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন একটি বৃহৎ বন্য শুকর তাঁকে আক্রমণ করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি দ্রত পালিয়ে গিয়ে কাছে একটি বড় পাছে নিরাপত্তার জন্য আরোহন করলেন। বন্য শুকরের উদ্দেশ্য ছিল যে কোন উপায়ে মানুষটির উপর আক্রমণ করা। তাই শুকরটি উন্মত্তভাবে গাছের শিকর খনন করছিল, উদ্দেশ্য মানুষটিকে নীচে নামিয়ে আনা।

তিনি শুকরের উন্মত্ত খুনের উদ্দেশ্য দেখে ভীত হলেন এবং সাহায্যের জন্য আর্ত চিৎকার করছিলেন। হঠাৎ একটি বৃহৎ সাপ গাছের নীচে গুল্মাদি থেকে শুকরের সম্মুখে আবির্ভূত হল। সাপটি ফনা তুলে দাঁড়িয়ে ভয়ানকভাবে জিহ্বা বের করছিল এবং ফোঁস ফোঁস শব্দ করে শুকরকে ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। শুকরটি ভয়ে পালিয়ে গেলে সাপটি জংগলে ফিরে যাওয়ার সময় গাছের উপর ভীত লোকটিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করলে, তৎক্ষণাৎ কৃষকটির একবছর আগের একটি ঘটনা স্মরণ হল। সেই সময় তিনি একটি স্থানীয় সরাইখানা অতিক্রম করছিলেন এবং গ্লাসের ট্যাংকে একটি সাপ বন্দী অবস্থায় দেখতে পেলেন। ইহা খাদ্যের জন্য হত্যা করার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল। প্রাণীটির জন্য

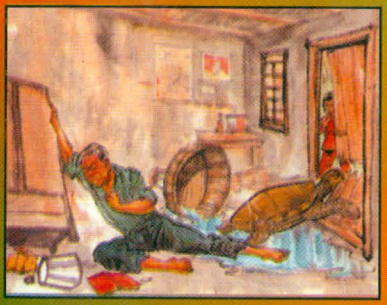

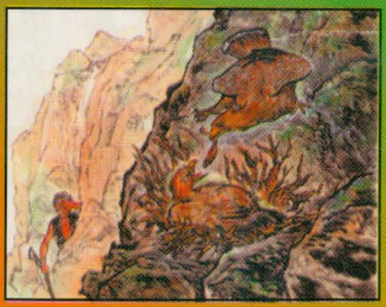

山產野味